

## সূরা আল আবিয়া-২১

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মতই নবুওয়তের খুব গোড়ার দিকে মকাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইব্নে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে নবুওয়তের ৫ম বৎসরের পূর্বে সূরা তাহা, আল কাহফ এবং মারইয়াম অবতীর্ণ হওয়ার সময় বর্তমান সূরাটিও অবতীর্ণ হয়। সূরা মারইয়ামের প্রথম দিককার আয়াতসমূহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর দরবারে হযরত জাফর (রাঃ) পাঠ করে শুনিয়েছিলেন যখন তাঁরা ঐ বৎসর হিজরত করে সেখানে পৌঁছান। সূরা তাহা'র সাথে আলোচ্য সূরাটির যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে তা হলো, সূরা তাহা'র শেষ দিকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন দৈর্ঘ্য ও দৃঢ়তার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবিলা করেন। উক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে আলোচ্য সূরাটিতে কাফিরদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক বলা হয়েছে, তাদের শাস্তির সময় সমাপ্ত। এই সময়ে যদিও তাদের কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, কিন্তু উদাসীনতা ও অবিশ্বাসে এখনো তারা মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। এই সতর্কবাণীর মাধ্যমেই পূর্ববর্তী সূরার সাথে আলোচ্য সূরাটির ধারাবাহিক সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বর্তমান সূরাটির সাথে এর পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার সত্যিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টানদের কয়েকটি ভ্রাত ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত দুসা (আঃ) এর ঐশ্বী গুণাবলী, দুসা (আঃ) কর্তৃক বিধানকে রহিত করা এবং শরীয়ত মাত্রাই অভিশাপ এই ঘোষণা দেয়া, মানুষের মুক্তি সৎ কাজের দরজন হবে না বরং প্রায়শিত্বাদ মানার মাধ্যমে হবে—এই জাতীয় ভুল বিশ্বাসগুলো ওতে আলোচনা হয়েছিল। সূরা তাহা'তেও এই জাতীয় ভ্রাত-আকিন্দা খণ্ডনের লক্ষ্যে হযরত মূসা (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল। বস্তুত খৃষ্টান ধর্ম মুসায়ী বিধানেরই একটি অংশবিশেষ। তাই খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, স্বয়ং মূসা (আঃ) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ, বিধানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলো পালন করে ভ্রাত খৃষ্টান মতবাদ প্রত্যাখানের ভিত্তি রচনা করে গিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) এর গৌরবের বিষয়তো হলো, তিনি একজন বিধান বা শরীয়ত-দাতা নবী। যদি বিধান মাত্রাই অভিশাপ হয় তাহলে খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে হযরত মূসা (আঃ)কে শুন্দা ও গৌরবের পরিবর্তে নিন্দা ও ভৰ্ত্সনা করা উচিত। তারপর সূরা 'তাহা'তে আদম (আঃ) কর্তৃক অভিষ্ঠাকৃত ভুলের প্রসঙ্গ আলোচনা সাপেক্ষে খৃষ্টানদের আদি-পাপজনিত তত্ত্বের মূলকেও খণ্ডন করা হয়েছিল। উক্ত সূরাতে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বলা হয়েছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে কেউই পাপ অর্জন করে না, বরং মানুষ তার নিজস্ব অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। অতঃপর বলা হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষেই যদি পাপ-বর্জন করা সম্ভবপ্রয়োগ না হয় তাহলে ঐশ্বী শাস্তি প্রদানের বিষয়টিই নস্যাত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলগণকে সতর্ক করার পরিবর্তে বরং পাপীদেরকে এই কথা বলতে হবে যে মানুষ তো অবস্থার শিকার মাত্র, তাদের না আছে কোন ইচ্ছা-শক্তি, না আছে ভাল-মন্দ যাচাই করার কোন বিচক্ষণতা। তাই তাদের কাজের জন্য তারা দায়ী নয়। বর্তমান সূরাতে এই বিষয়টিই ব্যাপক পরিসরে আলোচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বিশেষ কোন নবী বা রসূলের শক্রপক্ষই শুধু নয়, বরং হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত দুসা (আঃ), এমনকি তৎপরবর্তী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত, সার্বিকভাবে সকল নবী-রসূলের বিরুদ্ধপক্ষকেই বিনা ব্যতিক্রমে তাদের অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং নবী-রসূলের সাহায্যকারী দলকে তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। মানুষ যদি উত্তরাধিকার সূত্রেই পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কোনভাবেই এই পাপ থেকে মুক্তি না পায় তাহলে তো পাপীদের শাস্তি বা পুণ্যবানদের পুরস্কার কোন কিছুই অর্থবহ হয় না। কাজেই আদিপাপ-জনিত খৃষ্টানদের এই ধর্ম বিশ্বাস একটি ভিত্তিহীন উত্তোলন বা অলীক বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

#### বিষয়বস্তু

অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সূরাটিতে বলা হয়েছে, ঐশ্বী শাস্তি দ্রুত তাদের নিকটবর্তী হচ্ছে, অথচ তারা এক মিথ্যা নিরাপত্তার খেয়ালে নিজেদেরকে এখনো উদাসীন রাখছে। অতঃপর বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশ্বী-বাণী বাহকের আবির্ভাব হয়েছে তখনই সমসাময়িক লোক তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করেছে। কিন্তু নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের লোকদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সহানুভূতির তাগিদে আল্লাহর রসূলগণ সর্বদাই তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা সত্য গ্রহণপূর্বক ধৰ্ম থেকে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। যদি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপী হতো তাহলে এই ধরনের আহ্বানের কোন যৌক্তিকতা থাকতো না। তারপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের আরোপিত কতগুলো আপত্তির উল্লেখ করে সেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তারপর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভেবে দেখতে বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন এমন কি নৃতন বোরা তাদের উপর অর্পণ করছে যার ফলে তারা এর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাদেরকে নেতৃত্বকার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। আর যেহেতু পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিজস্ব বাণী, কাজেই এর অঙ্গীকারকারীরা তাঁর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, তারা কি ভেবে দেখে না, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কোন মহান উদ্দেশ্যে এই বিশেষ বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন! কাজেই যারা আল্লাহর এই মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

অতঃপর সূরাটি আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্র যা সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, সেই বিষয়ের আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে,, সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যখন একই নিয়মের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে তখন বহু-ঈশ্বরবাদীরা কি করে এক আল্লাহ্ সাথে অন্য উপাস্যের প্রসঙ্গ উৎপান করে? আল্লাহ্ যদি একাধিক হতো তাহলে এই বিশ্ব-জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। অথচ এটা সুস্পষ্ট, বিশ্ব-পরিচালনার নীতি ও নিয়ম একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই বিশ্ব-জগতের একই স্তুষ্টি ও একই পরিচালক রয়েছে এবং এমন অদ্বিতীয় যে সত্তা, তাঁর তো কেন পুত্রের দরকার নেই। কেননা পুত্র তখনই প্রয়োজন হয় যখন পিতার ক্ষয় বা মৃত্যুর আশংকা থাকে এবং যখন পিতা এককভাবে অন্যের সাহায্য ছাড়া তাঁর কর্ম সম্পাদনে অপারগ হন। কাজেই আল্লাহ্ অংশীদার সম্পর্কিত সমস্ত ধারণাই অপবিত্র ও ভিত্তিহীন। অতঃপর সূরাটিতে অন্য একটি ঐশ্বী নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পৃথিবী যখন আধ্যাত্মিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন এর বুকে সত্যিকার পুণ্যস্থা লোকের বড়ই অভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ দয়াপ্রবর্শ হয়ে পুনরায় তাঁর কৃপা ও আশিসের বারি বর্ষণ করেন, যা ওহী-ইল্হামের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পাপ-পক্ষিলতায় নিমজ্জিত পৃথিবীকে আরেকবার নৃতন জীবন দান করে। এইভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আলো এবং অন্ধকারের আবর্তন হয় যেরূপে পৃথিবীতেও দিন এবং রাত্রির আবর্তন ঘটে থাকে। অতঃপর সূরাটিতে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, এই ওজর পেশ করে অবিশ্বাসীরা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে না। এটা তাদের জন্য বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা ঐশ্বী-বাণীর বাহক হিসাবে তাঁর মান, মর্যাদা বা প্রতিপন্থিই বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, কে তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। পরিণামে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যক্রমই যে সফল হবে এই সত্য অনুধাবনের জন্য সূরাটিতে পূর্ববর্তী সময়ের একাধিক নবী-রসূলের জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হ্যরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ইদরীস (আঃ) এবং আরো কতিপয় নবী-রসূল যাঁরা সমসাময়িক কালের তৈরি বিরোধিতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন সত্ত্বেও পরিণামে সফল হয়েছিলেন। এই সকল নবী-রসূল হ্যরত ঈসা (আঃ) এর মত স্ব স্ব যুগে ন্যায় ও পুণ্য কর্মের আদর্শ-দৃষ্টান্ত ছিলেন এবং ঈসা (আঃ) এর মত তাঁরাও আল্লাহ্ পথে বড়ই বাধা-বিপত্তি ক্লেশ ভোগ করেছিলেন। তাহলে তাদের সকলের মধ্যে একমাত্র হ্যরত ঈসা (আঃ)কেই কেন ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে বিবেচনা করা হবে, ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে তাঁরা সকলেই কেন গণ্য হবেন না? এই সমস্ত নবী-রসূলের ঘটনা উল্লেখের পর সূরাটিতে বিশেষভাবে হ্যরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতার প্রসঙ্গও বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও পূর্ববর্তীদের মতই ব্যবহার করা হয়েছিল। এমনকি হ্যরত ঈসা (আঃ) এর ব্যক্তিক্রমী জন্মের দিক বিবেচনা করেও তাঁকে বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদা বা সত্তার অধিকারী বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা হ্যরত ইয়াহুইয়া (আঃ) এর জন্মও অত্যন্ত ব্যক্তিক্রমী অবস্থার মধ্যে হয়েছিল। ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করে ছিলেন কোন পিতার মাধ্যম ছাড়া। এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও নিশ্চিতভাবে সত্য, ইয়াহুইয়া (আঃ) এর জন্ম হয়েছিল তখন যখন তাঁর পিতা অত্যন্ত বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মাতা ছিলেন খৃষ্টান শক্তি তথা ইয়া'জুজ-মা'জুজের অসাধারণ উন্নতি, ইহজাগতিক প্রাচুর্য ও প্রতিপন্থির কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এই জাতিগুলো যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্ষমতা ও খ্যাতির উচ্চপদস্থূল্যে আরোহণ করবে এবং অন্যান্য জাতিসমূহ তাদের নিকট বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে তখনই তাদের ধর্মসের সেই প্রতিশ্রূতি পৃষ্ঠাপ্রাপ্ত হবে। তাদের উপর এমন হঠাতে করে ও ত্বরিত গতিতে ঐশ্বী শাস্তি নেমে আসবে যে তারা সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। তাদের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, জাগতিক প্রাচুর্যের বিভিন্ন উপকরণ, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিভিন্ন উৎস-উপকরণ সবই এই বিপর্যয়ের ফলে ভস্মীভূত ও ধূলিসাং হয়ে যাবে।

★ [এ সূরায় বলা হয়েছে, হ্যরত ঈসা (আঃ) এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আরো অনেক পবিত্র বান্দা রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্ শরীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অব্যবহিত পরেই এ সূরায় একপ্রকার আয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা বিশ্বজগতের রহস্যাবলীর দ্বার এরূপে উন্মোচন করেছে যা সে যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণাতেও আসতে পারতো না। এ আয়তে বলা হয়েছে, এ সময় বিশ্বজগত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে দেয়া একটি গোলাকার বলের আকারে ছিল, যা থেকে কোন কিছু বাইরে যেতে পারতো না। এরপর আমরা একে ফেঁড়ে দিলাম এবং অকস্মাত গোটা বিশ্বজগত তা থেকে বেরিয়ে এল। এরপর আমরা পানির মাধ্যমে প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। পানির অব্যবহিত পরেই পাহাড়ের সাথে এ পানির অবতীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, আকাশ কিভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীকে সুরক্ষা করে থাকে। এরপর পৃথিবী ও আকাশ চিরস্থায়ী নয় সেভাবে এ কথার প্রতিও দ্রষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, মানুষও চিরস্থায়ী নয়। বলা হয়েছে, হে রসূল! কাউকেই স্থায়ীভূত দান করা হয়নি। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেং) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করামে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]]

## সূরা আল আবিয়া-২১

মঙ্গলি সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১১৩ আয়াত এবং ৭ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।﴾

২। ﴿মানুষের জন্য তাদের হিসাবনিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবুও তারা অবহলোয় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।﴾

৩। ﴿তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যখনই তাদের কাছে কোন নতুন উপদেশবাণী আসে<sup>১৮৬৯</sup> তারা যেন তা তামাশাচ্ছলে শুনে।﴾

★ ৪। (আর) তাদের অন্তর অমনোযোগী। আর যারা অন্যায় করে তারা তাদের সলাপরামর্শ গোপন রাখে। (এরপর তারা বলে) ‘এ (লোকটি) তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কি আর কিছু? তবুও কি তোমরা জেনেগুনে যাদু মেনে নিবে’<sup>১৮৭০</sup>?

৫। সে (অর্থাৎ এ রসূল) বললো, ‘যা আকাশে ও পৃথিবীতে আছে আমার প্রভু-প্রতিপালক (এর) সব কথাই জানেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ<sup>১৮৭১</sup>।

৬। এর বিপরীতে তারা বলে, ‘এ (বাণী) হলো (কেবল) এলোমেলো স্বপ্ন। বরং সে (নিজে) এটি বানিয়ে নিয়েছে। আসলে সে <sup>ষ.</sup>একজন করিব<sup>১৮৭২</sup>। অতএব সে যেন আমাদের

দেখুনঃ ক. ১৪১ খ. ৫৪৪-৩ গ. ২১৪৪৩; ২৬৩৬ ঘ. ৫২৪৩১।

১৮৬৯। স্টাইল বা রীতির দিক থেকে প্রত্যেক নবীর বার্তাই এক নৃতন বাণী, কিন্তু বিষয়বস্তুর মর্ম এক ও অভিন্ন। কুরআন শরীফে নবী করীম (সা:)কে এইভাবে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, তুমি বল, ‘আমি কোন অভিন্ন রসূল নই’ (৪৬:১০)।

১৮৭০। প্রত্যেক নবীর বিরচন্দে কাফিরদের প্রধান আপত্তি একই রকম যে তিনি তাদেরই মত মরণশীল এক সাধারণ মানুষ (১৪:১১; ২৩:২৫, ৩৪; ২৬:১৫৫; ৩৬:১৬ এবং ৬৪:৭)। এই আপত্তির উত্তর ১২:১১০, ১৪:১২, ১৬:৪৪-৪৫ এবং ১৭:৯৬ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। এই সূরার ৮ আয়াতে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে অবিশ্বাসীরা বলে, রসূল (সা:) এর মধ্যে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন কিছুই নেই। অপর দিকে তারা বলে, তিনি একজন যাদুকর, অর্থাৎ তিনি একজন শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে যাদুকর আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কারণ শ্রবণকারীদের উপর তাঁদের বাণী ম্যাজিক বা মন্ত্রবৎ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই আয়াতের মধ্যে অবিশ্বাসীদের এই স্বীকারণক্ষি অন্তর্নিহিত রয়েছে যে কুরআনের আকর্ষণকারী শক্তি রয়েছে এবং এর শিক্ষ প্রত্যাখ্যান করা একজন নিরপেক্ষ ও ন্যায়-বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য সত্যিই কষ্টসাধ্য।

১৮৭১। ইসলামের বিরচন্দে কাফিরদের সকল গোপন এবং প্রকাশ্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আল্লাহ তাআলা জানেন এবং তিনি আঁ হ্যরত (সা:) এবং তাঁর অনুগ্রহীত বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং তিনি অবিশ্বাসীদের সমস্ত কুপরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।

১৮৭২। তফসীরাধীন আয়াতে কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের তিনটি ভিন্ন আপত্তির উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি হলো, কুরআন তালগোল-পাকানো স্বপ্ন বা অলীক কল্পনার সংশ্রিতণ। কিন্তু যেহেতু এতে সুন্দর এবং সুষ্ঠু বিন্যাস প্রণালী বিদ্যমান এবং যেহেতু এটা সংশ্লিষ্ট বিষয় সামগ্রীকভাবে উপস্থাপন করে এবং অতুলনীয় শিক্ষা বহন করে, সেহেতু এর বিরচন্দে অবিশ্বাসীদের বার্থ যুক্তির নিষ্ফল অবস্থা তারা তীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

إِقْرَبْ لِلنَّاسِ حَسَابَهُمْ  
هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُغْرِضُونَ ②

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذُكْرٍ مِنْ رِبِّهِمْ  
مُّحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ  
يَلْعَبُونَ ③

لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى  
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
بَشَرٌ مُّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ  
وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ④

فَلَرَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ  
الْأَذْضَرُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ⑤

بَلْ قَالُوا أَضْعَافُهُ أَخْلَامُ بَلْ

কাছে কোন বড় নির্দশন নিয়ে আসে যেভাবে পূর্ববর্তী  
রসূলদেরকে (নির্দশনসহ) পাঠানো হয়েছিল।'

৭। এদের পূর্বে যে জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি তারা  
ঈমান আনেনি। তাহলে এরা কি ঈমান আনবে?

★ ৮। \*আর তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষদেরই আমরা  
(রসূলরূপে) পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম।  
সুতরাং তোমরা না জেনে থাকলে (ঐশ্বী পুস্তক) বিশারদদের  
জিজ্ঞেস কর।

৯। \*আর আমরা তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করে বানাইনি,  
যারা খাবার খেত না আর তারা চিরকাল বেঁচেও থাকতো  
না।<sup>১৮৭৩\*</sup>

১০। এরপর আমরা তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রূতি পূর্ণ করে  
দেখিয়েছিলাম। অতএব আমরা তাদের ও যাদের আমরা  
চেয়েছিলাম (তাদেরও) রক্ষা করেছিলাম। আর  
সীমালঙ্ঘনকারীদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

★ ১১। তোমাদের প্রতি আমরা এখন এক কিতাব অবতীর্ণ  
করেছি। এতে তোমাদের জন্য (প্রয়োজনীয়) উপদেশবাণী  
রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না।<sup>১৮৭৪\*</sup>

দেখুন ৪ ক. ১২৪১০; ১৬৪৪৪ খ. ২৫৪১।

গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। তাই তারা পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করে নৃতন যুক্তির অবতারণা করে বলে, তিনি (নবী করীম-সাঃ) নিজে  
এটা রচনা করেছেন। কিন্তু পুনরায় তারা উপনন্দি করে, জীবনব্যাপী আঁ হ্যরত (সাঃ) সার্বজনীনভাবে ‘বিশ্বস্ত’ এবং ‘সত্যবাদী’ বলে  
খ্যাত ও বিবেচিত ছিলেন। তাই তারা এই আপত্তি পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে কবি এবং যাদুকর আখ্যায়িত করতে থাকে। এই সকল  
অভিযোগ ও আপত্তি ক্রমান্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে এবং কাফিরদের বার বার পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করে নৃতন যুক্তির অবতারণার মধ্যেই  
নিহিত রয়েছে তাদের এই স্বীকারোক্তি যে আপত্তিগুলো নির্বোধ, স্ববিরোধী এবং বিচারের ধোপে টিকে না। কাজেই কুরআন করীম  
এগুলোকে এখানে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৮৭৩। যদিও অবিশ্বাসীরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সকল নবীকেই সাধারণ মরণশীল মানুষ মনে করতো তথাপি তাঁদের প্রত্যেকের  
জন্য একই আপত্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে বারংবার উথাপিত হয়েছিল যে সাধারণ মরণশীল মানুষের মতই তিনি পানাহার করেন এবং তিনি  
রাস্তায় চলাফেরা করেন এবং সকল মানবীয় দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনের অধীন (২৫৪৮)। আত্মপক্ষ সমর্থনে এই মাপকাটির উপর ভিত্তি  
করেই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখানে কাফিরদের এই স্ববিরোধী মনোভাবের প্রতি পরোক্ষ ইঁগিত করা হয়েছে। তারা এই  
সকল সহজ বাস্তবকে বুঝতে চায় না। আয়াতটির মর্ম হলো, নবীগণ আবির্ভূত হয়ে থাকেন মানবের জন্য নয়নাস্বরূপ এবং কীরুপে তাঁরা  
আদর্শ হিসাবে কাজ করতেন যদি তাঁরা তাদের মত মানুষ না হতেন এবং যদি তাদের মত বস্তু-জগতের দৈহিক প্রয়োজনের অধীন না  
হতেন? মানব-সত্তা হয়ে রক্ত-মাংসের চাহিদা, ক্ষয় বা মৃত্যু থেকে তাঁরা মৃক্ত ছিলেন না।

★[এ আয়াত থেকে জানা যায়, খাবার না খেয়ে জীবিত থাকতেন এমন কোন নবীই পৃথিবীতে ছিলেন না। অতএব কোন নবী, যিনি  
খাবার খেতেন, অস্বাভবিকভাবে দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন  
করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنَّ رَبَّهُمْ بِئْلٌ هُوَ شَاعِرٌ لَا فَلَيْأَتِنَا<sup>⑦</sup>  
بِأَيَّةٍ كَمَا أَرْسَلَ لِلْأَوْلَيْنَ

مَا أَمْتَثَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكَهُمْ<sup>⑧</sup>  
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالٌ نُوحِيَ  
لِكَيْهُمْ فَشَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ  
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>⑨</sup>

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ  
الظَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيلِينَ<sup>⑩</sup>

لَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ  
لِكُلِّ أَهْلِكُنَا الْمُسْرِفِينَ<sup>⑪</sup>

أَفَلَا تَعْقِلُونَ<sup>⑫</sup>

১২। আর ক-কত জনপদকেই আমরা ধূঃস করে দিয়েছি যারা যুলুম করতো এবং তাদের পরে আমরা অন্য লোকদের উখান ঘটিয়েছি।

১৩। এরপর তারা যখন আমাদের আয়াবের আভাস পেল, তৎক্ষণাত্ম তারা সেখান থেকে পালাতে লাগলো।

★ ১৪। ‘তোমরা পালিও না, বরং যে সুখস্বাচ্ছন্দের মাঝে তোমরা মহানন্দে ছিলে তাতে এবং তোমাদের বসত বাড়ীর দিকে ফিরে যাও যাতে তোমাদের জবাবদিহি করতে হয়’।

১৫। তারা বললো, ‘হায়! আমাদের জন্য আঙ্কেপ! আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।’

১৬। আর এভাবেই তাদের এ আর্তনাদ চলতে থাকলো। পরিশেষে আমরা তাদের এক কর্তিত বিরান শস্যক্ষেত্রে মত করে দিলাম<sup>১৮৭৫</sup>।

১৭। \*আর আমরা আকাশকে ও পৃথিবীকে এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিন<sup>১৮৭৫-ক</sup>।

১৮। আমরা যদি কোন কিছু বিনোদনরূপে গ্রহণ করতে চাইতাম (আর) তা যদি করারই হতো তবে অবশ্যই আমাদের নিজ সন্তায় (তা) করে নিতাম<sup>১৮৭৬</sup>।

দেখুন : ক. ৭৪৫; ২২৪৬; ২৮৪৯; ৫০৪৩৭; ৬৫৪৯. খ. ১৫৪৮৬; ৩৮৪২৮; ৪৪৪৩৯।

১৮৭৪। এই আয়াতের মর্ম কেবল এটাই নয় যে কুরআনের অস্ত্রীকারকারীরা দুর্দশায় পড়বে এবং এর অনুসারীরা অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করবে এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব গৌরবের নিম্নতম ধাপ থেকে সর্বোচ্চ শিখেরে উন্নীত হবে। পক্ষান্তরে এই বাস্তব ঘটনা এক নির্ভুল প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করবে যে কুরআন বানোয়াট নয়, কবিতার ছন্দ কিংবা অলীক স্বপ্নের কাহিনী নয়, পরম আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সত্য কালাম।

১৮৭৫। যে সব জাতির উপরে ঐশী-আয়াব নেমে আসে তাদের স্পষ্ট চিত্র এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ ধূঃসপ্তাশ এবং তাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুল বাসনা নির্বাপিত হয়। বাঁচার ইচ্ছা শক্তি পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিনাশ হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা হতাশাপন্থ হয় এবং তাদের সকল উদ্যম শেষ হয়। এইরূপে সেই জাতি মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৮৭৫-ক। এই বিশ্ব-জগৎ আমোদ-প্রমোদ এবং ত্রৈড়াচ্ছলে সৃজিত হয়নি। এর সূজন সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা এর সৃষ্টির অন্তরালে মহাজানের রহস্য উদঘাটন করে। সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু এই মানবকেও অবশ্যই এক মহান ও পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বকারী। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দর্পণ-স্বরূপ, স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া মানবের নিজ সন্তায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিস্থিত করার উদ্দেশ্যে (২৪৩১)।

১৮৭৬। এটা আল্লাহ-রবুল আলায়ানের মহত্ব, মর্যাদা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী যে তিনি এক মহৎ অভীষ্ট লক্ষ্য ছাড়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু করেছেন।

وَكَمْ تَصْفَنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ  
ظَالِمَةً وَآنْشَاءَ بَعْدَهَا قَوْمًا  
أُخْرَى مِنَ  
<sup>১৭</sup>

فَلَمَّا أَحَشْوَا بَاسْنَانِ إِذَا هُمْ مِنْهَا<sup>১৮</sup>  
يَزْكُضُونَ

لَا تَرْكُضُوا وَإِذْ جَعَوْرَاهُ لَمَّا أُتِرْفَتُمْ  
فِيهِ وَمَسِكِينَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشَكُّلُونَ  
<sup>১৯</sup>

قَالُوا يَوْمَ نَلْتَرَاهُ مَكْنَأً طَلِيمِينَ  
<sup>২০</sup>

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَغْوَهُمْ حَتَّى  
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ  
<sup>২১</sup>

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا  
لِحِيَّنَ  
<sup>২২</sup>

لَوْأَرْدَنَّا نَأْنَتْ تَنْجِذَ لَهُوا لَأَنْجَذَنَّهُ  
مِنْ لَعْنَّا قَرْنَأَ رَثْ كَنَّا فَعِيلِينَ  
<sup>২৩</sup>

୧୯ । ବରଂ ଆମରା ସତ୍ୟକେ ମିଥ୍ୟାର ଓପର ଛୁଡ଼େ ମାରି । ତଥନ ତା ଏର ମାଥା ଭେଙେ ଫେଲେ<sup>୧୮୭୬-କ</sup> ଏବଂ ତତ୍କଷଣାଂ ତା (ଅର୍ଥାଂ ମିଥ୍ୟା) ବିଲିନ ହେଁ ଯାଯ । ଆର ତୋମରା ଯେସବ କଥା (ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି) ଆରୋପ କର ଏର ଦରଳନ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ (ରଯେଛେ) ଦୁରୋଗ ।

୨୦ । ଆର ଆକାଶମୂହେ ଓ ପୃଥିବୀତେ ଯାରା ଆଛେ ତାରା ତାର ତାରଇ । ଆର ଯାରା ତାର ସାନିଧ୍ୟେ ଥାକେ ତାରା ତାର ଇବାଦତେ ଅହଂକାର ଦେଖାଯ ନା ଏବଂ ଝାନ୍ତା ହ୍ୟ ନା ।

୨୧ । ତାରା ଦିନରାତ (ତାରଇ) ପବିତ୍ରତା ଓ ମହିମା ଘୋଷଣା କରେ (ଏବଂ) ତାରା ଏତେ କୋନ ଶୈଥିଲ୍ୟ ଦେଖାଯ ନା<sup>୧୮୭୭</sup> ।

୨୨ । ତାରା କି ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଏମନ ଉପାସ୍ୟ ବାନିଯେ ନିଯେଛେ ଯାରା ସୃଷ୍ଟି<sup>(୩)</sup> କରେ<sup>୧୮୭୮</sup>?

★ ୨୩ । (ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ) ଏ ଦୂରେ ମାରେ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ଆରୋ ଉପାସ୍ୟ ଥାକତୋ ତାହଲେ ନିଶ୍ୟ ଦୁଟୋଇ (ଅର୍ଥାଂ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ) ବିଶ୍ଵଖଲାୟ ଧ୍ୱନି ହେଁ ଯେତ<sup>୧୮୭୯</sup> । ଅତଏବ ତାରା ଯା ଆରୋପ କରେ ଆରଶେ ମହିମାବିତ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହ ଏର ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଵେ ।

୨୪ । ତିନି ଯା କରେନ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ତାକେ ପ୍ରଣ କରା ଯାଯ ନା, ଅଥଚ ତାଦେର ଜ୍ବାବଦିହୀ କରତେ ହବେ<sup>୧୮୮୦</sup> ।

ଦେଉଳ : କ. ୧୭୯୨; ୩୪୯୯, ୫୦ ଥ. ୭୫୨୦୭; ୪୧୩୯; ୨୧୪୨୦ ।

୧୮୭୬-କ । 'ନାମାଗାହ' ଅର୍ଥ ମେ ତାର ମାଥା ଭେଙେ ଦିଲ ଯାତେ ଜଖମ ତାର ମଞ୍ଚିକେ ପୌଛୁଲୋ, ମେ ତାକେ ବଶ କରଲୋ (ଲେଇନ) ।

୧୮୭୭ । ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରକୃତ ଦାସଗଣେର କତିପାଇ ଚିତ୍ତ ଏହି ଆଯାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ । ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ଇବାଦତେ ଏବଂ ମାନବେର ସେବାଯ ଝାନ୍ତ ହେଁ ନା । ତାରା କ୍ଷଣହାୟୀ ଆକମ୍ପିକ ଭାବାବେଗେ ପ୍ରେରିତ ନବୀକେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ଏବଂ ତାରପର କଟ୍ ଓ ବସ୍ତନାର ଚାପେର ମୁଖେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଁ ନା । ଏକବାର ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଲେ ତାରା ସକଳ ବାଧା-ବିପତ୍ତିର ମୁଖେ ଓ ଝମାନେ ଅଟଲ ଥାକେ । ତାଦେର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍‌ୟମ ସତ୍ୟର ସେବାଯ କଥନୋ ନିଷ୍ଠେଜ ହେଁ ନା । ଆଲ୍ଲାହର ଇବାଦତ ତାଦେର ନିକଟ କ୍ଷୁର୍ତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟିତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ (୧୩୯୨୯) । ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା:) ବଲେଛେ, 'ନାମାଗରେ ମଧ୍ୟେ ଆମର ଚକ୍ରର ନିଷ୍ଠା ନିହିତ' (ନିସାଈ) ।

୧୮୭୮ । ସୃଷ୍ଟି କରା ଅଥବା ମୃତକେ ଜୀବନ ଦାନ କରା କେବଳ ମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅଧିକାର । ଈସା (ଆଃ) ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି-ସତ୍ତା ଆଲ୍ଲାହର ଏହି ଗୁଣର ଅଂଶୀଦାର ହତେ ପାରେ ନା । ଏହି ଗୁଣର ପ୍ରତି ଇଂଗିତ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଚ୍ଛେ ବିଶେଷଭାବେ ଯୀଶ୍ଵର ତୁକେ ଚୂରମାର କରେ ଦେଇବ । ଏହି ଆଯାତମୂହେର ବିଷୟବନ୍ତ ଏଟାଇ ।

୧୮୭୯ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଯାତ ଏକାଧିକ ଖୋଦା ବା ବହୁଶର୍ଵରବାଦେର ବିରଳଦେ ଏକଟି କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପର୍ଦ୍ଵାପନ କରେଛେ । ଏକଜନ କଟର ନାତିକ ଏଟା ଅସ୍ଥିକାର କରତେ ପାରେନ ନା ଯେ ଏକ କ୍ରିଟିହିନ ଶୃଂଖଲାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯମ ସାରା ବିଶ୍ୱକେ ପରିବର୍ଯ୍ୟଣ କରେ ରଯେଛେ । ଉତ୍ସ ବିନ୍ୟାସ ଓ ପରିଚାଳନ ଏହି ବାନ୍ଦବ ଘଟନାର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଏକ ଅବିଚଳ ନିଯମ ଏକେ ନିୟମରେ ଏହି ସୁସମ୍ପତ୍ତି ନିଖିଲ ସ୍ଵର୍ଗ-କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିୟମନକାରୀ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେଁଯା ପ୍ରମାଣ କରେ । ଯଦି ଅଧିକ ଖୋଦା ଥାକତୋ ତାହଲେ ଏକାଧିକ ବିଧାନ ଓ ନିଯମ ସୃଷ୍ଟିକେ ନିୟମରେ କରତୋ । କାରଣ ଏକେକ ଜନ ଖୋଦାର ଜନ୍ୟ ନିଜିତ୍ୱ ବିଶେଷ ଆଇନେର ଅଧୀନ ଜଗା ସୃଷ୍ଟି କରା ହତେ ଏବଂ ଏହିର ଅବହ୍ୟ ବିଭାଗି ଓ ବିଶୃଂଖଲା ଅବଶ୍ୟକାବୀ ହେଁ ପଡ଼ତେ । ଫଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଖନ-ବିଖନ ହେଁ ଯେତ । ଅତଏବ ଏହି କଥା ବଲା ଯେ ତିନ ଖୋଦା ସର୍ବବିଷୟେ ସମଭାବେ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟମୂଳ୍ୟ ହେଁ ଏକତ୍ରେ ଏହି ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିଚାଳକ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅସମ୍ଭବ ।

୧୮୮୦ । ଏହି ଆଯାତ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ଶୃଂଖଲାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯମରେ ନିଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ତାର ଏକ-ଅନ୍ତିମୀୟ ହେଁଯା ପରିତିତ ଇଶାରା କରେ । ଆଯାତେର ମର୍ମ ଏବଂ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର

بَلْ تَقْرِئُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
فَيَدْعُ مَعْنَى فَيَا دَا هُوَ ذَاهِقٌ وَلَكُم  
الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ<sup>⑩</sup>

وَلَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
مَنْ عِنْدَهُ كَيْشَتُكَيْرُونَ عَنْ  
عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخِرُونَ<sup>⑪</sup>  
يُسْتِحْوَنَ الظَّلَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ<sup>⑫</sup>

أَمْ أَتَخَذُوا إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ  
يُنَثِرُونَ<sup>⑬</sup>

لَوْكَانَ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ  
فَسْبَحَتِ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ كَمَا  
يَصْفُونَ<sup>⑯</sup>

لَا يُشَكِّلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشَكِّلُونَ<sup>⑰</sup>

২৫। কঠারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? তুমি বল, ‘তোমাদের অকাট্য যুক্তিপ্রাণ নিয়ে আস। এ (কুরআন) তাদের জন্য মর্যাদার কারণ যারা আমার সাথে আছে এবং তাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যারা আমার পূর্বে ছিল ১৮০-ক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

২৬। আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার  
প্রতি (এই বলে) ওহী করতাম, ‘নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন  
উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।’

২৭। †আর তারা বললো, ‘রহমান (আল্লাহ) পুত্র এহণ করেছেন।’ তিনি তো পবিত্র, বরং তারা (অর্থাৎ যাদের তারা পুত্র বলছে) তাঁর সম্মানিত বান্দা।

২৮। আর কথা বলার ক্ষেত্রে তারা<sup>১৮৮১</sup> তার আগে বেড়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁরই আদেশে কাজ করে।

২৯। তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে যা-ই আছে (তা) গ. তিনি জানেন ১৮৮২। আর যার প্রতি তিনি সম্মত তাকে ছাড়া অন্য কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না। আর তারা তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে।

৩০। আর তাদের মাঝে যে বলে, ‘নিশ্চয় তিনি ছাড়া আমি  
[১৯] <sup>২</sup> উপাস্য’ সেক্ষেত্রে তাকেই আমরা জাহানামের প্রতিফল দিব।  
২ এভাবেই আমরা যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।<sup>১৮৩</sup>

ଦେଇନ କେ ୧୮୧୯୬୨ ତଥା ୧୯୧୯୮୪ ଅବଶ୍ୟକ ହେଲାଏବୁ ।

কর্তৃত সর্বোচ্চ এবং অন্যান্য সকল সত্তা ও বস্তু তাঁর মহান আধিপত্যের অধীন। এটি বহু-সংশ্লিষ্ট বিবরণে আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করে।

১৮৮০-ক। এ মহান কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের জন্যও সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। কারণ এটি তাদের বিরক্তে সেসব আপত্তি ও অপবাদ খণ্ডন করে তাঁদেরকে নির্দেশ প্রমাণ করে, যা তাঁদের সমকালীন জাতিগুলো মিথ্যারূপে উত্থাপন করেছিল।

১৮৮১। আয়াতে ‘তারা’ সর্বনাম দ্বারা নবীগণকে বুঝায়। আল্লাহু তাআলার প্রেরিত পয়গম্বরগণ অবাধ্যতা, নেতৃত্ব অপরাধ এবং পাগ করতে পারেন না। এই আয়াত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ।

১৮৮২। 'তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে যা-ই আছে (তা)' এই উক্তির অর্থ এরূপ হতে পারেং তারা যা করেছিল এবং যা করেনি বা যা করতে পারেনি। অথবা এমনও ব্যাকে পারেং যে প্রভাবের অধীনে তারা ছিল বা যে সকল পরিবর্তন তারা সাধন করেছিল।

১৮৮৩। এটা বড় তাংপর্যপূর্ণ বিষয়, যে ক্ষেত্রে খোদায়ী দাবীকারকের মিথ্যা দাবীর অপরাধে কেবল পরলোকে শান্তি প্রাপ্ত হবে, সে ক্ষেত্রে ভন্ত নবুওত্তরের মিথ্যা দাবীদার ইহলোকেই শান্তি পেয়ে থাকে। তারা অকাল মৃত্যুবরণ করে এবং ধৰ্ম প্রাপ্ত হয় এবং তাদের সমস্ত সংগঠন নিজেদের জীবন্দশ্শাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (৬০:৪৫-৪৮)। এই দু'শ্ৰেণীৰ ভন্ত দাবীকারকের সঙ্গে ব্যবহাৱৰে মধ্যে পাৰ্থক্যেৱ

## টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَا آذَنَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
تُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّهُ لَآتِهِ إِلَّا أَنَّا  
فَاعْبُدُونَ ﴿٤٧﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبِّحَتْهُ دَهْرٌ  
مَلِ عِبَادٍ مُكْرَمُونَ ﴿٧٤﴾

لَا يَشِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآمِرَةٍ  
يَخْمَلُونَ ⑧

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَتَضَى وَهُمْ  
مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٩)

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنَّمَا يَرَى اللَّهَ مَنْ ذُو نِعْمَةٍ  
فَذَلِكَ تَجْزِيَةٌ لِّجَهَنَّمَ ، كَذَلِكَ  
تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾

৩১। যারা অবীকার করেছে তারা কি দেখেনি, আকাশ ও পৃথিবী উভয়ে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল<sup>১৮৪</sup>, এরপর আমরা এ দুটোকে ফাটিয়ে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তু সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

৩২। ক্ষার আমরা পৃথিবীতে পাহাড়পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে সেগুলো তাদের খাদ্য সরবরাহ করে<sup>১৮৫</sup>। আর আমরা এতে প্রশংস্ত রাস্তাসমূহ বানিয়েছি যাতে তারা সঠিক পথের নির্দেশ পেতে পারে।

৩৩। আর আমরা সুরক্ষিত ছাদরপে আকাশ বানিয়েছি<sup>১৮৬</sup>। তথাপি তারা এর নির্দর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

দেখুন : ক. ১৩৪৪; ১৫৪২০; ১৬৪১৬; ৩১৪১; ৭৭৪২৮।

কারণ হলো, খোদায়ী দাবীর অসম্ভাব্যতা স্থগমণিত। ‘সুতরাং এইরূপ দাবীকারকের শাস্তি ইহজগতে হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু নবুওয়তের একজন মিথ্যাদাবীদার সরলমান মানুষকে প্রতারণা করে তার মিথ্যা দাবী গ্রহণ করাতে সফল হতে পারে যদি না তাকে শাস্তি দেয়া হয়। অতএব তাকে পরাজয়, ব্যর্থতা এবং ধৰ্মসের পরিণাম ইহজীবনেই ভোগ করতে হয় এবং দীর্ঘকাল তাকে বাঁচতে দেয়া হয় না এবং তার প্রচারের অধিগতিকে ঝুঁকে দেওয়া হয়।

১৮৪৪। এই আয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় এতে বিশ্বের ভৌতিক পূর্ব অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব, বিশেষত সৌর জগৎ এক অসংবদ্ধ অবয়বহীন অবস্থা অথবা নীহারিকাবৎ পদার্থ-পিণ্ড থেকে বির্বর্তন লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে গতি সম্ভগের করেছিলেন সেই অনুযায়ী বস্তুপিণ্ডকে বিযুক্ত করে দিলেন এবং এর বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সৌর জগতের অংশ হিসাবে রূপ নিল (The Universe Surveyed by Harold Richar & The Nature of the Universe by Fred Hoyle)। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পানি থেকে সকল জীবনের সৃষ্টি করলেন। তফসীরাধীন আয়াতের এই পরোক্ষ অর্থ হয় বস্তু-জগতের মত এক আধ্যাত্মিক জগৎও বিশ্বংখল ধারণা এবং হাস্যকর বিশ্বাসের অবয়বহীন অবস্থা থেকে উত্তৃত হয়। আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাঁর ক্রটিমুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্তুপিণ্ডকে বিভক্ত করেছেন এবং এর বিযুক্ত টুকরাগুলো সৌর জগতের অংশে পরিণত করেছেন, ঠিক সেইরূপেই তিনি নৈতিক অধিগতির মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া বিভাসিকর ধারণার জগতে এক নৃতন আধ্যাত্মিক সুশ্বংখল অবস্থা ঘটিয়ে থাকেন। যখন মানবজাতি নৈতিক পতনের সূচীভেদ্য অঙ্গকারে ডুবে যায় এবং আধ্যাত্মিক পরিম্বল গভীরভাবে কল্পিত হয়ে উঠে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রেরিত পরিত্ব মহাপুরুষের সন্তায় নূর (জ্যোতি) আবির্ভূত করেন, যিনি মনকে নৈতিক অসচরিত্বা ও আত্মিক অধিঃপতনের অসার অবস্থা থেকে মুক্ত করে সক্রিয় করে তোলেন। ফলে এক আধ্যাত্মিক জগতের জন্য হয় যা এর কেন্দ্র থেকে সম্প্রসারিত হতে আরম্ভ করে এবং অন্তরালবর্তী প্রেরণার তাগিদে প্রাণবন্ত জীবনের পথ-নির্দেশ লাভ করে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে।

১৮৪৫। ‘আন তামিদা বিহিম’ উক্তির অর্থ আরো হতে পারে যে পাছে তা এদেরকে নিয়ে দুলে না উঠে, ওদেরকে সহ কম্পমান না হয়ে পড়ে, ওদের উপকারে আসে। মাদা এর অর্থ এও যে সে ফায়দা ও মঙ্গল দান করেছিল (আকরাব)। আয়াতটি আরো এক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর আলোকপাত করে। ভূবিদ্যা বাস্তবে প্রমাণ করেছে, পর্বতগুলো বহুল পরিমাণে ভূমিকম্প থেকে নিরাপদ করেছে। শুরুতে ভূগর্ভ বা পৃথিবীর অভ্যন্তর অতি উত্তপ্ত ছিল। প্রচন্ড উভাপের ফলে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে গ্যাসের সৃষ্টি হলো তখন তা নির্গমনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং এইরূপে প্রচন্ড আলোড়নে আগ্নেয়গিরির আকার ধারণ করলো (মার্তেলস এন্ড হিস্টোরি অব সায়েন্স, বাই আলিসন হক্স এবং এনসাইক ব্রিটি, জিয়োলজী অধ্যায়)। আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, পৃথিবীর আপন কক্ষের উপর অটলভাবে আবর্তন করার জন্য পর্বতশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। পৃথিবী স্থির নয় বরং সূর্যের চতুর্দিকে আপন কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্বেই কুরআন করীম প্রকাশ করেছিল, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান(২৭৪৮৯ এবং ৩৬৪৩৯-৪১)।

أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ  
الْأَرْضَ كَانَتَا شَقَاقًا فَقَنَّبْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا  
مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْئًا حَتَّىٰ ، أَفَلَا  
يُؤْمِنُونَ<sup>(৩)</sup>

وَ جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَابِيَّاً أَنَّ  
تَمِيمَةٍ بِهِمْ . وَ جَعَلْنَا فِيهِمَا رِجَالًا  
سُبْلًا لَعَلَّهُمْ يَمْتَدُونَ<sup>(৩)</sup>  
وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَخْفُوظًا  
هُمْ عَنِ اِيْتَهَا مُغَرَّضُونَ<sup>(৩)</sup>

৩৪। আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন<sup>১৮৮-ক</sup>। প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে নির্বিশ্বে ভেসে চলেছে।

৩৫। আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন) দান করিনি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল (এখানে বেঁচে) থাকবে<sup>১৮৯-\*</sup>?

৩৬। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ধ্রহণ করবে এবং আমরা মন্দ ও ভাল অবস্থার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৭। \*আর যারা অঙ্গীকার করেছে তারা যখনই তোমাকে দেখে তারা তোমাকে কেবল হাসিবিদ্বপের পাত্র বানায়। (আর তারা বলে,) ‘এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে (বিরূপ) মন্তব্য করে<sup>১৮৭-ক</sup>?’ আর ষ. এরাই রহমান (আল্লাহকে) স্মরণ করতে গ. অঙ্গীকার করে।

৩৮। মানুষকে তাড়াহুড়ার (স্বত্বাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে<sup>১৮৮</sup>। আমি আমার নির্দশনাবলী নিশ্চয় তোমাদের দেখাবো। অতএব তোমরা আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।

দেখুন : ক. ৩৬৪১ খ. ২৫৪২ গ. ১৩৪৩।

১৮৮৬। সূর্য, চন্দ্র, ইহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঁজিসহ এই সৌর-জগৎ এমন এক সুশৃঙ্খল এবং সুদৃঢ় নিয়মের অধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, যা লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী বিদ্যমান রয়েছে। কখনো এক পলকের জন্যেও এই সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিতে সামন্যতম বিচ্ছুতি ঘটেনি। এই সকল জ্যোতিক্ষমগুলের উপর এবং এতে বিচরণকরী বাসিন্দাদের দেহ, রূচি, নৈতিক-চরিত্র ও অবস্থার উপর অত্যন্ত সুপ্রভাব বিস্তার করে থাকে। ঘরের ছাদ যেমন গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারীর জন্য রোদু। বৃষ্টি ও শীত থেকে বাঁচার উপকরণ, ঠিক তেমনভাবেই নভোমণ্ডল নিম্নের পৃথিবীর জন্য আশ্রয়ের কাজ করে থাকে এবং জ্যোতিক্ষমগুলী মানবজাতির উপরে তাদের হিতকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১৮৮৬-ক। রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র সবই আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং এদেরকে মানবের প্রয়োজনে ও সেবায় নিয়োজিত করেছেন। বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরা অপরিহার্য।

১৮৮৭। ইসলামের মহানবী (সা:) এর পূর্বের ধর্মীয় পদ্ধতি এবং বিধানসমূহের আধ্যাত্মিক পতন এবং বিলুপ্তি নির্ধারিত ছিল। নবী করীম (সা:) প্রদত্ত ইসলামের একমাত্র বিধান যা জীবিত থাকা এবং শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকা অবধারিত ছিল। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এও হতে পারে, কোন মানুষই মৃত্যু থেকে মুক্ত নয় এমন কি নবী করীম (সা:) ও নন। চিরস্থায়ী এবং চিরজীব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার একান্ত নিজস্ব গুণ।

\*[মহানবী (সা:)কে সংস্থান করে বলা হয়েছে, ‘আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন) দান করিনি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল (এখানে বেঁচে) থাকবে?’ এ আয়াতে হ্যরত ঈসা (আ:) এর স্বাভাবিক মৃত্যু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় (হ্যরত খলিফাতুল মসীহ রাবে রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

১৮৮৭-ক। আরবের প্রচলিত প্রবাদঃ ‘লাইন যাকারতানী লাতানদামান্না’ অর্থাৎ তুমি যদি আমার কৃৎসা গাও তবে তোমাকে অবশ্যই অনুত্তপ করতে হবে (লেইন)।

১৮৮৮। ‘খলিকাল ইনসানু মিন আজাল’ অর্থ ‘মানুষকে তাড়াহুড়ার (স্বত্বাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে’ উক্তির মর্ম হলো, চক্ষুলতা মানব-সত্ত্বার এক অংশ এবং এটা তার চরিত্রের এত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে বলা যায় তাকে ঠিক যেন অস্ত্রিতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সে প্রকৃতিগতভাবেই তাড়াহুড়া প্রিয়। কারো চরিত্রের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশার্থে আরববাসীরা বলে থাকে ‘খলিকা মিনহ’ অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে ওটা (সেই প্রকৃতি) দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। একইরূপ প্রকাশ ভঙ্গি কুরআন শরীফের অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে (৭০:১৩, ৩০:৫৫)।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فِي فَلَقٍ  
يَسْبَحُونَ  
⑩

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ،  
آفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ  
⑪

كُلُّ نَفِيسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ، وَ  
تَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَ  
إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ  
⑫

وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ  
يَتَخَذِّذُونَكَ رَأَكُمْ هُرُودًا، أَهْذَا الَّذِي  
يَذْكُرُ الْهَمَدُ كَمْ جَ وَ هُمْ يَذْكُرُ  
الرَّحْمَنَ هُمْ كُفَّارُ  
⑬

خَلَقَ الْأَنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ،  
سَأُوْرِيْكُمْ أَيْتِيْ قَلَّا تَسْتَعْجِلُونَ  
⑭

৩৯। <sup>ك</sup>আর তারা বলে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এ প্রতিশ্রূতি করে পূর্ণ হবে?’

৪০। যারা অস্বীকার করেছে, হায়! তাদের যদি (এ) জ্ঞান থাকতো যখন তারা তাদের মুখমণ্ডল থেকে এবং তাদের পিঠ থেকে আগুন<sup>১৮৯</sup> সরাতে পারবে না এবং তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না (তাদের তখন কিছু করার থাকবে না)।

৪১। <sup>ك</sup>আর এ (শাস্তির মুহূর্ত) তাদের কাছে অকস্মাত এসে পড়বে এবং তা তাদের হতভব করে ফেলবে<sup>১৯০</sup>। সুতরাং তারা (নিজেদের ওপর থেকে) এটিকে সরিয়ে দেয়ার কোন সামর্থ্য রাখবে না এবং তাদের অবকাশও দেয়া হবে না।

৪২। <sup>ك</sup>আর নিষ্য তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে হাসিবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতএব <sup>ك</sup>যারা এসব (রসূলের) সাথে <sup>১৯১</sup> হাসিবিদ্রূপ করতো সেইসব বিষয়ই তাদের ঘরে ফেললো যা <sup>৩</sup> নিয়ে তারা হাসিবিদ্রূপ করতো।

৪৩। তুমি বল, ‘রহমান (আল্লাহর) শাস্তি থেকে<sup>১৯২</sup> কে তোমাদের রাতে ও দিনে রক্ষা করতে পারে?’ বরং <sup>ك</sup>তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে শ্রণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

৪৪। তাদের কি এমন কোন উপাস্য আছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে (দাঁড়িয়ে) তাদের রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং আমাদের পক্ষ থেকেও তাদের সহায়তা দেয়া হবে না।

৪৫। বরং আমরা তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের কিছু সুখসাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, <sup>ك</sup>যার দরুণ তাদের আয়ুক্ষাল দীর্ঘ হয়ে গেল। সুতরাং তারা কি দেখে না, <sup>ك</sup>আমরা পৃথিবীকে

দেখুন : ক. ৩৪:৩০; ৩৬:৪৯; ৬৭:২৬ খ. ৩৬:৫০; ৬৭:২৮ গ. ৬:১১; ১৩:৩৩ ঘ. ১১:৯; ৪৬:২৭ ঙ. ১৮:১০২; ২১:৩; ২৬:৬ চ. ৫৭:১৭।

১৮৮৯। এখানে আগুন অর্থ যুদ্ধের আগুন যা কাফিররা নিজেরাই প্রজ্ঞালিত করেছিল এবং তাতে তারাই ধৰ্ম হয়েছিল। তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি উঠিয়েছিল এবং তরবারী দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছিল। ‘তাদের মুখমণ্ডল থেকে’ শব্দগুলোর মর্ম হলো, শাস্তি এসে তাদেরকে অতর্কিতে ধরে ফেলবে। অধিকস্তু শাস্তি তাদের সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে— তাদের নেতাগণকে এবং সাধারণ জনগণকে (উজুহ শব্দের অন্য অর্থ সর্দারগণ-লেইন)।

১৮৯০। আয়াতের ইশারা মক্কা নগরের পতনের প্রতিও হতে পারে, যখন কুরায়শরা অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়েছিল।

১৮৯১। ‘মিন’ শব্দের অর্থ বিরুদ্ধে, হতে, পরিবর্তে (আকরাব)।

وَيَقُولُونَ مَا تَحْذِي هَذَا التَّوْعِدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَرِيقِينَ<sup>৩</sup>

لَوْ يَغْلِمُ الْجِنَّةَ كَفَرُوا حِينَ كَ  
يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ  
عَنْ طَهُورِ هُمَّةَ لَا هُمْ يُنَصَّرُونَ<sup>৪</sup>

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّمُهُمْ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا لَا هُمْ يُنَظَّرُونَ<sup>৫</sup>

وَلَقَدْ أَشْتَهِرَتِي بِرُسُلِّي مِنْ قَبْلِكَ  
فَحَاقَ بِالْجِنَّةِ سَخِرُوا مِنْهُمْ  
كَانُوا إِبْهَانًا يَشْتَهِرُونَ<sup>৬</sup>

قُلْ مَنْ يَكْلُمُ كُمْ بِالْيَلِ وَالثَّهَارِ  
مِنَ الرَّحْمَنِ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ  
رَبِّهِمْ مُّغَرِّضُونَ<sup>৭</sup>

آمَلْهُمْ أَلْقَاهُ تَمَنَّهُمْ مِنْ دُونِنَا،  
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا نَفْسِهِمْ وَلَا هُمْ  
قَنَّا يُضَحِّبُونَ<sup>৮</sup>

بَلْ مَتَّخَنَا هُوَ لَهُ وَأَبَاءُهُمْ  
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَفَلَا  
يَرَوْنَ آتَانَا تِقْبَلَ أَلْأَزْضَنَقْصَهَا مِنْ

এর চারদিক থেকে সংকুচিত করে চলেছিঃ<sup>১৮৯২</sup> তবুও কি তারাই বিজয়ী হবে?

৪৬। তুমি বল, ‘আমি কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদের সতর্ক করছি।’ কিন্তু বধিরদের যখন সতর্ক করা হয় (যখন) তারা ডাক শুনতে পায় না।

৪৭। <sup>g</sup>আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াবের কোন ঝাপটা তাদের আঘাত হানলে নিশ্চয় তারা বলবে, ‘হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।’

৪৮। আর আমরা কিয়ামত দিবসের জন্য ন্যায়বিচারের এমন দাঢ়িপাল্লা স্থাপন করবো যার দরুণ কোন <sup>h</sup>আঘাত ওপর একটুও যুলুম করা হবে না<sup>১৮৯৩</sup>। আর এক সরিষা বীজ পরিমাণও কিছু (কর্ম) থাকলে আমরা তা উপস্থিত করবো। আর হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

৪৯। <sup>h</sup>আর নিশ্চয় মুসা ও হারুনকে আমরা ফুরকান (অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী নির্দর্শন) ও আলো এবং মুওাকীদের জন্য উপদেশবাণী দান করেছিলাম,

৫০। (অর্থাৎ) তাদের জন্য <sup>h</sup>যারা অদ্শ্যেও তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধেও ভীত থাকে।

চৰ্ত্তুল ৪ ৫১। আর এ (কুরআন) এক আশিসমন্বিত<sup>১৮৯৪</sup> উপদেশবাণী,  
চৰ্ত্তুল [৯] যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটিকে  
৪ অঙ্গীকার করছ?

দেখুন : ক. ১৩৪২ খ. ৩০৪৫ গ. ৭৪৬ ঘ. ৪৪৪; ১৮৪৫০ ঙ. ২৪৫৪ চ. ৬৭৪১৩।

১৮৯২। কোন জাতির উন্নতির কাল যখন দীর্ঘ হয় তখন তারা এই ভুল ধারণার কারণে কষ্টে পতিত যে তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি কখনো অধিকার মুখ দেখবে না। এর ফলশ্রুতিতে তারা উদ্বৃত্ত হয় এবং তাদের অস্তর কঠিন হয়ে পড়ে। এইভাবে তাদের উন্নতির সুদীর্ঘ সময় তাদের পতনের কারণ হয়। এই আয়াত অবিশ্বাসীদেরকে কল্পিত বিষয় ও মিথ্যা আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে, তাদের উন্নতি ও সাফল্য অনিদিষ্টভাবে চলবে না এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে এই প্রকৃত ঘটনার প্রতি চক্ষু বক্ষ না করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে যে আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে দুনিয়াকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত ও ছোট করে আনছেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সমাজের প্রতি গৃহে, সকল অংশে এবং স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করে চলছে।

১৮৯৩। এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে, জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। সামান্যতম সৎকর্মও যদি কোন মানুষ করে সে তার পুরক্ষার পাবে। তারপর এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন আয়াব শেষ হয়ে যাবে এবং সৎকাজের সুফল ও পুরক্ষার আরম্ভ হবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা হলো, জান্নাতই চিরস্থায়ী, জাহান্নাম নয়। আরও ১৩৫১ টাকা দেখুন।

১৮৯৪। ‘মুবারাকুন’ (মঙ্গল, ভাল) শব্দ এইসকল ভাব প্রকাশ করে যেমনঃ স্ত্রিতা, দৃঢ়তা, মঙ্গল, উন্নয়ন এবং সংগ্রহ ইত্যাদি (লেইন)। এ শব্দ কুরআনের জন্যই সংরক্ষিত এক বিশেষ বিশেষণ বা গুণবাচক কথা<sup>(১৮৯৩)</sup> এবং এই নামের মধ্যে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তর্ভুক্ত রয়েছে। ‘মুবারাকুন’ অর্থ মঙ্গলপূর্ণ হওয়ায় কুরআন করীম সকল সদ্গুণ নিজের মধ্যে একত্রিত করেছে, যার অধিকারী হওয়াই এক ঐশ্বী-গ্রন্থের পক্ষে সমীচীন। এমন কোন মঙ্গল নেই যা প্রাচুর পরিমাণে কুরআন ধারণ করে না এবং যা তুলনায় অন্যান্য গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠতর নয়।

آتَرَأْفَهَا، أَفَمُ الْغَلِيْبُونَ<sup>④</sup>

قُلْ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا مِنْ لَوْحِيْسَ وَلَا  
يَشْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءُ إِذَا مَا  
يُشَدَّرُونَ<sup>④</sup>

وَلَئِنْ مَسْتَهْمَ تَفْحَةً مِنْ عَذَابٍ  
رَّتِكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَنَا إِنَّا كُنَّا  
ظَلِيمِينَ<sup>④</sup>  
وَنَصَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمٍ  
الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلِمُنَّ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ  
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَاكِ بِهَا وَ  
كَفَ بِنَاحَ حَسِينَ<sup>④</sup>

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ  
وَضِيَاءً وَذَخْرًا لِلْمُتَّقِينَ<sup>④</sup>

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ  
هُمْ مِنَ السَّائِعَةِ مُشْفِقُونَ<sup>④</sup>

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَرَّكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَا نَتَّمِمُ  
لَهُ مُثْكِرُونَ<sup>৫</sup>

৫২। আর নিশ্চয় আমরা ইব্রাহীমকে পূর্ব থেকেই তার সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা দান করেছিলাম এবং আমরা তার সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতাম।

৫৩। ক্ষে যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, ‘এ প্রতিমাগুলো আবার কী, ১৮৯৫ যেগুলোর সামনে তোমরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছ?’

৫৪। খ্তারা বললো, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এগুলোর উপাসনা করতে দেখে আসছি।’

৫৫। গ্রে বললো, ‘তাহলে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) রয়েছে।’

৫৬। তারা বললো, ‘তুমি কি আমাদের কাছে কোন সত্য নিয়ে এসেছ, না কি তুমি আমাদের সাথে হাসিঠাটা করছ?’

৫৭। সে বললো, ‘বরং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকই (হলেন) আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমিও একজন সাক্ষী ১৮৯৬।

৫৮। আর আল্লাহর কসম! তোমরা ফিরে যাওয়ার পর অবশ্যই তোমাদের প্রতিমাগুলোর ব্যাপারে আমি কোন একটা পরিকল্পনা করবো।’

৫৯। খ্রেপর সে তাদের প্রধান (প্রতিমা)টি ছাড়া অন্য (প্রতিমা) গুলো টুকরো টুকরো করে ফেললো যেন তারা এর (অর্থাৎ প্রধান প্রতিমার) দিকে ফিরে আসে ১৮৯৭।

৬০। তারা বললো, ‘আমাদের উপাস্যদের সাথে এমনটি কে করলো? সে নিশ্চয়ই যালেমদের একজন।’

দেখুন ১. ক. ৬১৭৫; ১৯৪৩; ২৬৪৭১ খ. ২৬৪৭৫; ৪৩৪২৪ গ. ৬০৪৫ ঘ. ৩৭৯৪।

১৮৯৫। ‘মা’ উক্তি এখানে ঘৃণা-সূচক, প্রশ্ন-সূচক নয়। প্রতিমা উপাসকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) সাধারণভাবে বিদ্যুপের ব্যবহার করেছিলেন (দেখুন ৬৪৭৭, ৭৮, ৭৯)। মনে হয় তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, ‘কীরূপ নিষ্ফল এবং তুচ্ছ এই মৃতিগুলো, যে সবের তোমরা উপাসনা কর।’ হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) যেখানে শ্রেষ্ঠপূর্ণভাব ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে হ্যরত ঈসা (আঃ) রূপকে কথা বলেছিলেন।

১৮৯৬। আয়াত এই পরম সত্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে, নবীগণ যখন আল্লাহর সম্বন্ধে কথা বলেন তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান শুধু এই কারণে করেন না যে আল্লাহর অস্তিত্বের চাহিদা মানবের স্বভাবেই নিহিত, বরং তাঁরা পূর্ণ আস্থা এবং অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গেই একৃপ করে থাকেন (১২৪১০৯)।

১৮৯৭। ‘ইলায়হে’ উক্তিতে ‘হে’ সর্বনাম আল্লাহ তাআলাকে বা প্রধান প্রতিমাকে অথবা স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ)কে বুঝাতে পারে।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ  
قَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ⑤

إِذَا قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ  
الشَّمَائِيلُ الَّتِي آتَيْنَا لَهَا  
عَامِ حُفُونَ ⑤

قَاتُوا وَجَدُّ تَা أَبَاءَنَا لَهَا غَيْرُنَ ⑤

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ آثِمُّ أَبَاءَكُمْ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤

قَاتُوا أَجِحَّتْنَا بِالْحَقِّ أَفَآنْتَ مِنْ  
الظَّعِينَ ⑤

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ وَآتَانَا عَلَى  
ذِكْرِمِنَ الشَّهِيدِينَ ⑤

وَتَابَلُوكَ لَكَيْدَنَ أَصْنَامَكُمْ  
بَعْدَ أَنْ شَوَّلُوا مُذْبِرِينَ ⑤

فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا لَا كَيْنَرَالَهُمْ  
لَعْلَمُهُ لَيْهُ يَزِجُونَ ⑤

قَاتُوا مِنْ فَعَلَ هَذَا بِالْمَيْتَنَا رَأَيْهُ  
لَمِنَ الظَّلِيمِينَ ⑤

৬১। তারা বললো, ‘আমরা ইব্রাহীম নামে এক যুবককে এগুলো সম্পর্কে (বিরূপ) মন্তব্য<sup>১৮৯৮</sup> করতে শুনেছি।’

৬২। তারা বললো, ‘তাহলে তাকে জনসমক্ষে নিয়ে আস যেন তারা (তার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে<sup>১৮৯৯</sup>।

৬৩। তারা বললো, ‘হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এমনটি করেছো?’

★ ৬৪। সে বললো, ‘এমনটি অবশ্যই কেউ করেছে। এই তো সন্দেহভাজন প্রধান (প্রতিমাটি)। এগুলো যদি কথা বলার সামর্থ্য রেখে থাকে তবে এগুলোকে জিজেস করে দেখ<sup>১৯০০</sup>★।

৬৫। তখন তারা তাদের নিজেদের সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বললো, ‘নিশ্চয় তোমরাই যালেম।’

৬৬। অতএব তাদের মাথা নত করে দেয়া হলো<sup>১৯০১</sup> (এবং তারা ইব্রাহীমকে বললো,) ‘এগুলো যে কথা বলে না তুমি ভালো করেই তা জান।’

৬৭। সে বললো, ‘ক্ষতবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তার উপাসনা কর, যে তোমাদের সামান্যতম কল্যাণ সাধন করতে পারে না এবং তোমাদের কোন অকল্যাণ সাধনও করতে পারে না?’

দেখুন : ক. ২৯১৮; ৩৭১৯৬।

১৮৯৮। ‘যাকারাহ’ এর অর্থ সে তার সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিল বা মন্দ বলেছিল, তার দোষ-ক্রটি উল্লেখ করেছিল (লেইন)।

১৮৯৯। জনসমক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে হাজির করা হয়েছিল। এর দুটি কারণ হতে পারে, যারা তাঁকে প্রতিমা সম্বন্ধে কুৎসা করতে শুনেছিল তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা অথবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর তাঁকে কি শাস্তি দেয়া উচিত সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই শাস্তির দৃশ্য অবলোকন করা যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে প্রদান করার উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০০। আয়তে উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিমা উপাসকদের সাথে সচারাচর কথা বলার অভ্যসগত শ্বেতাঞ্চক ভঙ্গি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শব্দগুলোর অর্থ একপ কিছু হবেঃ আমি কেন এটা করবো? তাদের বড়টি করলে করতে পারে। অর্থাৎ ঘটনার সত্যতা কোন প্রশ্নের বা আমার কৈফিয়তের প্রয়োজনের অপেক্ষা রেখে না যে আমিই এই কাজ করেছি। যদি আমি না করে থাকি তাহলে এই প্রাণহীন অচেতন প্রস্তর খন্দগুলো কি এই কাজটি করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মনে হয় তাঁর জাতির লোকদেরকে তিরক্ষার করেছিলেন এবং তাদের প্রতিমা-উপাসনা-ভিত্তিক ধর্মের অসারতা তাদেরকে অবহিত করেছিলেন, প্রথমে মৃতিগুলোকে ভেঙে ফেলে এবং তারপর প্রতিমাগুলোকে জিজসা করার জন্য ভক্তদেরকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ করে যে ওরা যদি কথা বলার শক্তি রেখে তবে তাদেরকে বলে দিতে বল কে ওদেরকে ভেঙ্গে।

★ [কোন কোন অনুবাদক এ আয়তের আক্ষরিক অনুবাদ করতে পাশ কাটিয়ে যায়। তাদের ভয় হলো, এমনটি করলে ইব্রাহীম (আঃ)কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে। প্রধান প্রতিমাটি অবশ্যই ছোট ছোট প্রতিমাগুলো ভাসেন। ইব্রাহীমই (আঃ) এটা করেছিলেন। অতএব ‘এইতো সন্দেহভাজন প্রধান’-এ উক্তিটি ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি আরোপ করলে তাঁকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। যাহোক স্মরণ রাখতে হবে, এটা একটি ভুল উক্তি ছিল না। এটা ছিল যুক্তি উপস্থাপন করার এক শক্তিশালী ধরন যা বিশেষভাবে হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) দান করা হয়েছিল। কোন কোন সময় একটি বিষয় এতই সুস্পষ্ট যে তা যে কেউ বিশ্বাস করে। আর এ মর্মে একটি উক্তি প্রদান করার উদ্দেশ্য জেনেগুনে কাউকে বিভাস করা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, পরিষ্কারভাবে পরিস্থিতির অযৌক্তিকতা সবার সামনে তুলে ধরা। আমরা বিশ্বাস করি, কোনভাবে তাদের বিভাস করার উদ্দেশ্য ইব্রাহীম (আঃ) এ উক্তি করেননি। বরং তাদের বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যেই তিনি এ ধরনের শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। তারাও ঠিক সেভাবেই এটা গ্রহণ করেছিল।

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ এবং ১৯০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالُوا سِعْنَا فَتَّيَّذْ كُرْهُمْ يُقَالُ  
لَهُ إِبْرَاهِيمُ

قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى آغْيِنِ النَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَشَهَدُونَ  
قَالُوا إِنَّا أَتَيْنَاكُمْ  
فَلَمْ يَأْتُوكُمْ بِمَا تَنْتَظِّرُونَ

قَالَ بَلْ فَعَلَةٌ مَّا كَيْرُهُمْ هَذَا  
فَشَعَلُوْهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْتَظِّرُونَ  
فَرَجَعُوا إِلَى آنفِيهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ  
أَنْتُمُ الظَّلِمُونَ

ثُمَّ نُكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَذَ  
عِلْمَتْ مَا هُوَ لَعْنَهُ يَنْتَطِّقُونَ  
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اِلَهٍ مَا لَ  
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

৬৮। ধিক্ তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্যও যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে উপাসনা কর! অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে নাঃ’

أَفَلَمْ يَرَوْا مِنْ ذُرَّاتٍ  
أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ<sup>④</sup>

৬৯। \*তারা বললো, ‘তোমরা যদি একটা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেল এবং নিজেদের উপাস্যদের সাহায্য কর।

★ ৭০। আমরা বললাম, ‘হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং ইব্রাহীমের জন্য শান্তির উৎস হয়ে যাও’<sup>১১০২\*</sup>।

৭১। \*আর তারা তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে তাদের ব্যর্থ করে দিলাম।

৭২। আর আমরা তাকে ও লৃতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশের দিকে (নিয়ে গেলাম) যেখানে আমরা সারা বিশ্বের জন্য বরকত রেখেছিলাম<sup>১১০৩</sup>।

৭৩। \*আর আমরা তাকে ইসহাক ও পৌত্ররূপে ইয়াকৃব দান করেছিলাম। আর আমরা তাদের সবাইকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।

৭৪। \*আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম। তারা আমাদের আদেশে হোয়ায়াত দিত এবং আমরা তাদের প্রতি সৎকাজ করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে ওহী করতাম। আর তারা সবাই আমাদের ইবাদত করতো।

قَالُوا حَرَقُوهُ وَ انصْرِفُوا الْمَكْحُومُ  
إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِّيْئَنَ<sup>⑤</sup>

قُلْنَا يَنْتَرُ كُوْنِيْ بِرْزَادَةَ سَلْمَانَ عَلَىْ  
إِبْرَاهِيْمَ<sup>⑥</sup>

وَ أَرَادُوا إِسْهَادَ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ  
الْأَخْسَرِيْنَ<sup>⑦</sup>

وَ تَجَيَّنَاهُ وَ لُؤْطَانَ إِلَىِ الْأَرْضِ الْيَتِيْ  
بِرَكَاتَافِيهِمَا إِلْعَلَمِيْنَ<sup>⑧</sup>

وَ وَهَبَنَا لَهُ إِشْحَقَ وَ يَحْقُوبَ  
تَافِلَةَ وَ كُلَّاجَعَلَنَا صَلِيجِيْنَ

وَ جَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدِوْنَ بِأَمْرِنَا  
وَ أَذْهَنَنَا إِلَيْهِمْ فَغَلَّ الْحَيْرِيْتَ وَ  
إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ رِيَتَاءَ الزَّكُوْرِ وَ  
كَانُوا لَنَا غِيْرِيْنَ<sup>⑨</sup>

দেখুন ৪ ক. ২৯৪২৫; ৩৭৪৯৮ খ. ৩৭৪৯৯ গ. ১১৪৭২; ১৯৪৫০; ২৯৪২৮; ৩৭৪১১৩; ৫১৪২৯ ঘ. ২৪১২৫; ৩২৪২৫।

ইব্রাহীমের (আঃ) এর একথা শুনে কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেনি। কিন্তু কুরআন করীম অনুযায়ী এতে তারা তাদের বিশ্বাসের অস্তি অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছিল। ৬৫ থেকে ৬৮ আয়াতে এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্঵রণ করা প্রয়োজন, এ ঘটনার পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই জনসমক্ষে বলেছিলেন, তিনি তাদের প্রতিমাণ্ডলো টুকরো টুকরো করে দিবেন (৫৮ আয়াত দেখুন)। (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

১১০১। এই আরবী প্রকাশ ভঙ্গীর অর্থঃ (ক) তারা পূর্বের কুফরীর অবস্থায় ফিরে গেল, অথবা তাদের পূর্বেকার অসদাচরণে ফিরে গেল, (খ) সঠিক পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তারা বাদানুবাদী প্রত্যাবর্তন করলো, (গ) তারা লজ্জায় মন্তক অবনত করলো এবং সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেল (লেইন এবং মায়ানী)।

১১০২। আগুন কীভাবে শীতল হয়েছিল তা বলা হয়নি। সময় মত বৃষ্টি অথবা ঝঁঝঁ হয়ত তা নিভিয়ে দিয়েছিল। যেভাবেই হোক আল্লাহ তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যা ইব্রাহীম (আঃ)কে রক্ষা করেছিল। অলৌকিক বিষয় সর্বদাই রহস্যাবৃত হয় এবং হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক রহস্য। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কেপ করা হয়েছিল। এটা কেবল ইহুদীদের দ্বারাই স্বীকৃত নয়, প্রাচ্যের খ্ষণ্ডানরাও এতে স্বীকৃতি দেয়। উক্ত ঘটনার শৃতি উৎসব উদ্যাপনের জন্য সিরীয় পঞ্জীতে দ্বিতীয় কেনুন বা জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের দিনটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা আছে (Hyde, De Rel. Vet Pers, P.73); See also Mdr. Rabbah on Gen. par 17; Schalacheleth Hakabala, 2; Maimon de Idol. Ch 1; and jad Hachazakah vet, 6).

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ১১০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৫। আর লৃতকে আমরা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর ক্ষামরা তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা জগন্য কাজ করতো। নিশ্চয় তারা এক অতি মন্দ কাজে লিপ্ত দুষ্ক্রিয়ায়ণ লোক ছিল।

[২৫] ৭৬। আর আমরা তাকে আমাদের রহমতের আওতাভুক্ত করলাম। নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

৭৭। \*আর (শ্বরণ কর) নৃহকেও, সে যখন এর (অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঘটনার) পূর্বে (আমাদের) ডেকেছিল তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারকে এক চরম অস্ত্রিতা থেকে উদ্ধার করেছিলাম<sup>১০৪</sup>।

৭৮। আর আমরা তাকে সেইসব লোকের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিশ্চয় তারা ছিল অতি মন্দ লোক। অতএব ‘আমরা তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

৭৯। আর (শ্বরণ কর) দাউদ এবং সুলায়মানকেও, যখন তারা দুজন এমন এক শষ্যক্ষেত সম্পর্কিত (বিবাদের) মীমাংসা করছিল, যে (শষ্যক্ষেত)টি লোকদের ছাগল ভেড়া রাতের বেলা থেয়ে ফেলেছিল<sup>১০৫</sup>। আর আমরা তাদের মীমাংসার তত্ত্বাবধান করেছিলাম।

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুবিয়ে দিয়েছিলাম<sup>১০৬</sup>। আর আমরা (তাদের) প্রত্যেককে সৃষ্টি বিচারক্ষমতা ও জ্ঞান

দেখুন : ক. ৭৪৮; ২৭৪৫৮; ২৯৩৩৪ খ. ২৬৪১১৮-১২০; ৩৭৪৭৬-৭৭; ৫৪৪১১ গ. ২৬৪১২১; ৩৭৪৮৩; ৫৪৪১২-১৩; ৭১৩২৬।

★। এখানে আগুন বলতে বিরোধিতার আগুনকেও বুঝায় আর প্রকৃত আগুনকেও বুঝাতে পারে। অতএব এ যুগে হ্যরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতুর ওয়াস্সালামের প্রতি এ ইলহাম হয়েছিল, ‘আমাকে আগুনের ভয় দেখিও না। কেননা আগুন আমার দাস, বরং আমার দাসেরও দাস’ (আরবাইন নং ৩, রাহানী খায়ায়েন খন্দ ১৭, পৃষ্ঠা ৪২৯)। আগুন শীতল হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, এর দাহিকা শক্তি তাঁকে জ্বালাতে সক্ষম হবে না। বরং সেই আগুন নিজেই শীতল হয়ে যাবে (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

১৯০৩। হ্যরত ইব্রাহীম ‘উর’ (মেসোপটেমিয়া) থেকে ‘হারান’ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তিনি সে স্থান থেকে কেবান গিয়েছিলেন, যে দেশ তাঁর পরবর্তী বংশধরগণকে দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এই অম্বনের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ঐশ্বী-পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী অনুসরণে পবিত্র নবীগণ অথবা তাঁদের অনুসারীগণকে কোন না কোন সময়ে নিজেদের মাত্রভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছে।

১৯০৪। এটা উল্লেখযোগ্য যে এই সুরা পরীক্ষা এবং কঠোর দুঃখ-দুদশার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে যার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ নবীকে তাঁদের নিজ নিজ যুগে অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং সেই পথেও চলতে হয়েছিল যেজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, অন্যান্য নবীগণের মত ইসলাম ধর্মের পবিত্র নবী করীম (সাঃ)কেও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং তিনিও সকল কঠোর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উন্নীর্ণ হবেন।

১৯০৫। বাচনভঙ্গির সৌন্দর্য সাধনকল্পে বর্তমান এবং পরবর্তী কিছু আয়াতে আলংকারিক ভাষার ব্যবহার হয়েছে। ‘আল হারস’ (ফসল, শস্য) শব্দ সুলায়মান (আঃ) এর দেশকে এবং ‘গানামুল কওম’ (লোকদের ভেড়ার পাল) শব্দসমূহের দ্বারা প্রতিবেশী লুষ্ঠনজীবী বন্য উপজাতিকে বুঝাতে পারে, যারা সুলায়মান (আঃ) এর দেশ আক্রমণ করেছিল। এই সূত্র সেই কর্মসূচী সম্পর্কিত, যা হ্যরত দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) সেই সকল হিংস্র উপজাতিগুলোর লুষ্ঠন প্রতিহত এবং তাদেরকে পরাজিত করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। হ্যরত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৯০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلُؤْطًا أَتَيْنَاهُ مُحَمَّادًا عِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ  
مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
الْعَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءً  
فِي سِيقَيْنَ<sup>(১)</sup>

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا لَنَّهُ مِنْ  
الصَّلِحَيْنَ<sup>(২)</sup>

وَنُوحًا إِذَا دَعَى مِنْ قَبْلٍ فَآتَيْنَاهُ  
لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَآهَلَهُ مِنَ الْكَرْبَلَةِ  
الْعَظِيمِ<sup>(৩)</sup>

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
إِيَّا يَنْتَهَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءً  
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ<sup>(৪)</sup>

وَدَاؤَدَ وَسُلَيْমَنَ إِذَا يَحْكُمُنِ فِي  
الْحَرْثِ إِذَا نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمَ الْقَوْمِ  
وَكَذَّلِ الْحُكْمِ هُمْ شَهِيدُنَّ<sup>(৫)</sup>

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْমَنَ جَ وَ كُلُّ أَتَيْنَا

দান করেছিলাম। আমরা পাহাড়পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের সাথে সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম<sup>১৯০৭</sup>। তারা সবাই (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর আমরা সবকিছু করতে ক্ষমতাবান।

৮১। আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম<sup>১৯০৮</sup> বানানোর কৌশল শিখিয়েছিলাম যেন তা তোমাদের যুদ্ধ (ক্ষেত্রে) তোমাদেরকে (আঘাত) থেকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

৮২। আর (আমরা) প্রবল বায়ুকেও সুলায়মানের (নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলাম), যা তার আদেশে সেই দেশের দিকে বয়ে যেতে যেখানে আমরা বরকত রেখেছিলাম<sup>১৯০৯</sup>। আর আমরা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে ভালো করেই জানি।

দেখুন : ক. ৩৪৪১১; ৩৪৪১৯-২০ খ. ৩৪৪১৩।

দাউদ (আঃ) খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কাজেই তিনি কঠোর শাসন-প্রগলীর পক্ষপাতি ছিলেন। হ্যরত সুলায়মান (আঃ) কোমল পঞ্চানুসরণ করতে চাইতেন এবং উপজাতিগুলোর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে চুক্তিবদ্ধ করে তাদেরকে জয় করতে চেয়েছিলেন।

১৯০৬। এই উক্তির মর্ম হলো, সুলায়মান (আঃ) এর মধ্যপন্থী এবং আপোষ মনোভাবের কর্মপন্থা সেই সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সঠিক এবং উপযুক্ত ছিল। কোন কোন ইহুদী লেখক তাঁর বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করেছিল, দুর্বল-পন্থা অনুসরণ করায় তাঁর রাজ বংশের পতন ঘটেছিল, এটা ভিত্তিহীন। কিন্তু সুলায়মান (আঃ) এর পক্ষ সমর্থন এই অর্থে নেয়া সঙ্গত হবে না যে দাউদ (আঃ) এর অনুসৃত সমকালীন কঠোর পন্থা আস্ত ছিল। 'তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি বিচার-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছিলাম' এই বাক্যংশ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) উভয়ের কর্মপন্থাই স্থান, কাল ও অবস্থানযায়ী সঠিক ও উত্তম ছিল।

১৯০৭। 'আমরা পাহাড়পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের সাথে সেবায় নিয়েজিত করেছিলাম। তারা সবাই (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।' এই বাক্য দুটির আক্ষরিকভাবে অনেকে এই অর্থ করেন যে পর্বত ও পক্ষীকুল দাউদ (আঃ) এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং যখন তিনি আল্লাহর তসবীহ করতেন তখন তারাও তাঁর সঙ্গে সেই সৎকর্মে যোগদান করতেন। উক্ত বাক্য দুটির কেবল এই অর্থ হয় যে ধনীলোকেরা (পর্বতমালা) এবং উচ্চমার্গের রূহনী ব্যক্তিরা (পক্ষীকুল) দাউদ (আঃ) এর সঙ্গে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসাগীত গাইতো। কুরআন করীমের বহু স্থানে কেবল পর্বতমালা ও পক্ষীকুল নয়, বরং আকাশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সবকিছু-সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, দিন এবং রাত্রি, পশু, পাখি, নদী, সমুদ্র, বাতাস মেঘমালা ইত্যাদি সকলকেই মানুষের অধীন করা হয়েছে বলে বর্ণিত আছে (২৪:১৬৫; ৭:৫৫; ২২:৩৮ এবং ৪:১৩-১৪)। 'জিবাল' শব্দের অর্থ এও হতে পারে যে পাহাড়ের আদিবাসীগণ, যেমন কখনো বাসস্থানের নামানুযায়ী জাতির নামও হয়ে থাকে (১২:৮৩)। এইরপে পর্বতশ্রেণী হ্যরত দাউদ (আঃ) এর অধিনস্ত হওয়ার অর্থ এও হতে পারে, তিনি পর্বতে বসবাসকারী জংলী ও হিস্ত উপজাতিদেরকে জয় করে নিজ শাসনাধীনে এনেছিলেন। তিনি পাহাড়ী বন্য উপজাতিগুলোকে পরাস্তকারী এবং দমনকারী ছিলেন। পার্বত্য জাতিগুলোকে দাউদ (আঃ) কর্তৃক বশে আনার কথা বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে (২ শুরুয়েল-৫)। অনুরূপভাবে পক্ষীকুল কর্তৃক আল্লাহ তাআলার মহিমা কীর্তন কোন বিশ্বয়ের ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। কুরআনের অন্যত্র আমরা পাঠ করে থাকি সমস্ত জিনিস সজীব অথবা নিষ্পাণ, ফিরিশ্তা, পশু, পাখি, আকাশ এবং পৃথিবী এমনকি প্রকৃতির শক্তি-নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার প্রশংসন গেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের মহিমা কী তা বুঝাতে পারে না (১৩:১৪; ১৭:৪৫; ২১:১২০-১২১; ২৪:৪২; ২৬:১২, ৬৪:১২)। বস্তুত তারা আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি, ক্ষয় এবং অক্ষমতা থেকে মুক্ত। 'পাখিরা' শব্দ প্রকৃত পাখিকেও বুঝাতে পারে। এই অর্থে এর মর্ম হবে, হ্যরত দাউদ (আঃ) পাখিদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় সংবাদ বহনের কাজে লাগাতেন। এর মর্ম এইরপে হতে পারে, পাখির ঝাঁক হ্যরত দাউদ (আঃ) এর বিজয়ী সৈন্য বাহিনীর পশ্চাতে আসতো এবং তাঁর পরাজিত শক্তি-স্তৈর্যের লাশগুলোর উপর ভোজ উৎসব করতো।

১৯০৮। হ্যরত দাউদ (আঃ) এর সমর শক্তি সম্বন্ধে আবারো এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমরান্ত্র এবং বর্ম নির্মাণ কাজে তাঁর কৌশলপূর্ণ দক্ষতার কথাও এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দাউদ (আঃ) বিভিন্ন প্রকারের সমরান্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন য দিয়ে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ইসরাইলী রাজত্ব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখের পৌছেছিল। ইসরাইলী ইতিহাসে এটাই ছিল সুবর্ণ যুগ।

১৯০৯। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুলায়মান (আঃ) এর সওদাগরী জাহাজ বা বড় নৌকাগুলো পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরে সচরাচর চলাচল করতো এবং পারস্য উপসাগর ও উক্ত দুই সাগরের চারদিকে অবস্থিত দেশসমূহ এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে নিয়মিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাতো (১ রাজাবলী-১০:২৭-২৯)। তিনি তাইর (Tyre) এর রাজা হিরাম (Hiram) এর সাথে যৌথ মালিকানায় সমুদ্রগায়ী জাহাজের এক বহর চালাতেন। এই জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করতো এবং

مُحَمَّداً وَ عِلْمَارَ وَ سَفَرَنَ مَعَ دَادَةَ  
الْجِبَالَ يُسَيِّخَنَ وَ الطَّيْرَ، وَ كُنَّا  
فِعِيلِينَ

وَ عَلَمَنَهُ صَنْعَةَ لَبُورِينَ لَكَمْ  
لِتُخْصِنَكُمْ وَنْ بَأْسِكْفَ، فَهَلْ آتَنَّ  
شَاكِرُونَ

وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيَاهَ عَاصِفَةَ تَجْرِيَ  
إِيمَرَةَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَتَ فِيهَا  
وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ

৮৩। আর বিদ্রোহপরায়ণদের মাঝে এমন (লোকও) ছিল, যারা তার জন্য কড়ুবুরীর কাজ করতো<sup>১৯১০</sup> এবং এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করতো। আমরাই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম।

৮৪। <sup>খ</sup>আর (স্মরণ কর) আইটুবকে<sup>১৯১১</sup>, সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডাকলো, ‘ভয়ানক যত্নগা আমাকে কাতর করে ফেলেছে। আর তুমি কৃপাকারীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি কৃপাকারী’।

৮৫। সুতরাং আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং তার যে কষ্টই ছিল তা দূর করে দিলাম। আর আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তাকে <sup>গ</sup>তার পরিবারপরিজন দান করলাম এবং কৃপারূপে তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আরো (দান করলাম)। আর এ (ঘটনায়) ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

দেখুন ৪ ক. ৩৪:১৩; ৩৮:৩৭; ৩৮:৩৮-৩৯ খ. ৩৮:৪২ গ. ৩৮:৪৪।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, বানর এবং ময়ুর নিয়ে আসতো (১ রাজাবলী -১০:২২; ১০:২৭-২৯; ২ রাজাবলী-৮:১৮, এনসাইক, ব্রিট ‘সালোমান’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখানে বাতাসের জন্য ব্যবহৃত বিশেষণ ‘আসেফাহ’ (প্রবল বায়ু), এবং ৩৮:৩৭ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ‘রুখ্তাও’ (মনু বায়ু) যাতে প্রতীয়মান হয়, যদিও বাতাস প্রচন্দ বেগে বয়েছিল তথাপি তা মনুই ছিল এবং সুলায়মান (আঃ) এর জাহাজগুলোর কোন ক্ষতি সাধন করেনি।

১৯১০। ‘শয়তান’ অর্থ অবাধ্য বা বিদ্রোহপরায়ণ লোক এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকেও বুঝায় (২:১৫)। এইরূপ উক্তির অভিপ্রায় হলো, হ্যরত সুলায়মান (আঃ) এর আদেশে সেই সকল বশীভৃত অইসরাইলী লোকদেরকে বিভিন্ন কষ্ট-সাধ্য কাজে লাগান হয়েছিল। তারা সুতার, কামার, ডুরুরী ইত্যাদির কাজ করতো (১-রাজাবলী-৯:২১-২২)। ‘যারা তার জন্য ডুরুরীর কাজ করতো’ শব্দগুলো বাইরাইন ও মক্কটের ডুরুরীদের প্রতি ইশারা করে, যারা পারস্য উপসাগরের মণি-মুক্তা আহরণ করতো। হ্যরত সুলায়মানের (আঃ) সময়ে অনুরূপ কাজের জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হতো।

১৯১১। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, সিরিয়া এবং আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী আরবের উত্তরে অবিস্তৃত ‘উয়’ নামক অঞ্চলে হ্যরত আইটুব (আঃ) বাস করতেন। বর্ণিত হয়েছে, ইসরাইলীরা মিশর ত্যাগ করার পূর্বে হ্যরত আইটুব (আঃ) উক্ত স্থানে বাস করতেন। কোন কোন ইহুদী লেখকের মতে হ্যরত মূসা (আঃ) এর প্রায় দুশত বৎসর পূর্বে আইটুব (আঃ) বাস করতেন। অন্যান্য লেখকের মতে আইটুব (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ) এর স্বদেশবাসী। কিন্তু তিনি ইসরাইল বংশীয় নবী ছিলেন না। তিনি হ্যরত ইসরাইল (আঃ) এর বড় ভাই ইসাও এর বংশধর ছিলেন। পুরাতন নিয়মের প্রাত্মাবলীর মধ্যে আইটুব (আঃ) এর প্রতিটি এই ব্যাপারে একমাত্র কিতাব যার মধ্যে ‘যেহেবা’ (ইহুদী কর্তৃক খোদার নাম রাপে ব্যবহৃত) শব্দটি বাদ দিয়ে মূসায়ী শরীয়তের এবং ইহুদী ধর্মের সমস্ত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। হ্যরত আইটুব (আঃ) (Job) সম্পর্কে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা উল্লেখের মধ্যেই কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর পবিত্র বান্দা ছিলেন এবং তাঁকে অনেক দৃঢ়-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, যার ফলে তিনি তাঁর পরিবার এবং অনুসারীগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, যারা পরবর্তী সময়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর সাথে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। হ্যরত আইটুব (আঃ) এর কথা ৪:১৬৪; ৬:৮৫ এবং ৩৮:৪২ আয়াতের মধ্যে হ্যরত দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, এই দুজন গৌরবপূর্ণ নবীর মত তিনিও একজন প্রভাবশালী ও সম্মিলিত মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের মতই বহু পরামর্শ এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাঁকেও অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা তিনি অনুকরণীয়ভাবে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করেছিলেন। ভয়ানক অত্যাচার ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেও হ্যরত আইটুব (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সাহস ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা কিংবদন্তীর প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে। (‘যব’ অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক এবং ‘আইটুব’ অধ্যায়ের অধীন ‘এনসাইক অব ইসলাম’ দ্রষ্টব্য)।

وَمَنِ الشَّيْطَنُ مَنِ يَقْعُدُ صُونَكَ لَهُ وَ  
يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذِلْكَ جَوْ كُنَالْهُمْ  
خَفَظِينَ<sup>৩</sup>

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتَيْنِي مَسَنِيَ  
الصُّرُّ وَأَتَيْنِي أَزْحَمُ الرِّحْمِينَ<sup>৪</sup>

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ  
ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ  
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبْدِينَ<sup>৫</sup>

৮৬। আর (শ্বরণ কর) ইসমাইল ও ইদরীস এবং  
যুলকিফ্লকে ৩১১২। (এরা) সবাই ছিল দৈর্ঘ্যশীল।

وَإِشْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكَفْلِ،  
كُلُّ مِن الصَّابِرِينَ ①

৮৭। আর আমরা তাদেরকে আমাদের কৃপার আওতাভুক্ত  
করেছিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মশীল ছিল।

وَأَذْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُمْ مِنَ  
الصَّابِرِينَ ②

★ ৮৮। \*আর (শ্বরণ কর) মাছওয়ালাকে, সে যখন রাগ করে  
চলে গেল। আর সে মনে করলো আমরা তার ওপর কঠিন

وَذَا التُّونِ لَذَّهَبٌ مُغَاضِبًا فَطَّ

দেখন : ক. ৬৪৮৭; ৩৮৪৯ খ. ৩৮৪৯ গ. ৩৭৪১৪০-১৪১; ৬৪৪৯।

১৯১২। যুল-কিফ্ল এর পরিচয় অনিচ্ছিতার তিমিরে আচ্ছাদিত। কুরআনের মুসলিম ভাষ্যকাররা পৃথক পৃথক একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি সম্পৃক্ত করেছেন, বিশেষত বাইবেলে উল্লেখিত কয়েকজন নবীর সঙ্গে। কিন্তু এই নামে পরিচিত নবী মনে হয় যিহিক্সেল (Ezekiel) যাকে আরবরা যুল-কিফ্ল নামে অভিহিত করে থাকে। যুল-কিফ্ল (Hizqel) এবং যিহিক্সেল (Ezekiel) এই দুই শব্দের মধ্যে উভয়ের আকার এবং অর্থে অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ, প্রচুর অংশের অধিকারী এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ আল্লাহ শক্তি দান করেন। রডওয়েল বলতেন, আরবরা যিহিক্সেলকে যুল-কিফ্ল বলে থাকে। কার্স্টেন নিবুহর (Karsten Niebuhr) এর মতে, নাযাফ এবং হিল্লা (বেবিলন) এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিফ্ল নামে পরিচিত ছোট শহরে যিহিক্সেলের সামাজি রয়েছে, যা আজও ইহুদী তীর্থযাত্রীদের দর্শনীয় স্থান। তিনি মনে করেন, যিহিক্সেলের আরবী শব্দরূপ যুল-কিফ্ল। ইহুদীরা যিহিক্সেলকে যুল-কিফ্ল বলে বিশ্বাস করে থাকে (যুল-কিফ্ল অধ্যায়-এনসাইকল, অব ইসলাম এবং নিসবুহার্ক ট্রাভেল, ২য় খন্দ ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্বত খন্দগুর্ব প্রায় ৬২২ অন্দে যাজক পরিবারে তাঁর জন্ম। যুল-কিফ্ল তাঁর জীবনের প্রথম ২৫ বৎসর অভিহিত করেছিলেন যোধায়। ৫৯২ খঃ পূর্বাব্দে ত্রিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তাঁর জাতির মূর্তিপূজা, অবিচার এবং অসচরিতার বিরুদ্ধে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় অ্যাসিরিয়ার স্থলে ব্যাবিলন ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যোধা তার উর্ধ্বতম কর্তৃতুকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যোধার রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim), তার অসৎ পারিষদবর্ণের পরামর্শের প্রভাবাধীনে ব্যাবিলনের কর্তৃত্বে বিদ্রোহ করে। এইভাবে নিজের উপরে নেবুখদনিন্সের প্রতিহিংসা দেকে আনে। সে ৫৯৭ খন্দ পূর্বাব্দে সফলতার সঙ্গে যেরুজালেম অবরোধ করে এবং এর অনেক নেতৃত্বান্বীয় নাগরিককে বন্দী করে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে যিহিক্সেল এবং যেহোইয়াকিমের পুত্র, মাত্র ৩ মাসের অন্তবর্তী কালে রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim)কেও বন্দী করে নিয়ে যায়। যেহোইয়াকিমের চাচা সিদিকিয়া (Zedekieah) তার স্থলাভিষিক্ত রাজা হন। কিছুকালের জন্য সে ব্যাবিলনের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু মিশরের সাহয়ের উপর নির্ভর করে সে ব্যাবিলনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এই কাজে যিহিক্সেল অত্যন্ত ক্ষিণ হয়ে উঠেন এবং একে ইয়াহওয়েহ (Yahweh) এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। ফলশ্রুতিতে নেবুখদনিন্সের কর্তৃক যেরুজালেম অধিকৃত হয় এবং আঠার মাস অবরোধের পর এক অবর্ণনীয় আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে একে ধ্বংস করা হয়। যে উপাসনালয়ের উপরে শন্দা-ভক্তির গভীর আবেগ অর্পিত ছিল একে স্মস্তুপে পরিগত করা হয় এবং এর লোকদেরকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয় (৫৮৬ খঃ অন্দ)। এই ছিল অবস্থা যা যিহিক্সেলকে সংঘামের মুখোযুদ্ধ করেছিল। পতনের পাঁচ বৎসর পূর্বে ৫৯২ খঃ পৃঃ তিনি দিব্য-জানে কিছু জানতে পেরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ইহুদী জাতিকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়াছিলেন। ৫৯৭ খঃ ব্যাবিলন কর্তৃক প্রথম প্রচড় আঘাতেই রাজনৈতিকভাবে ইহুদী জাতির আসন্ন অবলুপ্তির সম্বন্ধে বোধোদয় ঘটেনি— যে সম্বন্ধে যিহিক্সেলের নিকট ছিল দ্বিপ্রত্বের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু যেমন তিনি ইহুদী জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনি তাদের পুনঃস্থাপনের আগাম সংবাদও দিয়েছিলেন। তার জাতির অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কঠোর ছিল, তেমনই তাদের ভাগ্যে মুক্তির এক মহান উজ্জ্বল চিত্রও তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর উদ্ধার এবং যেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী কাশ্ফ-ভিত্তিক ছিল, (যিহিক্সেল-৩৭) এবং এ সম্বন্ধে কুরআনেও ২৪২৬০ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দেখে যেতে তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন না। কারণ বন্দী অবস্থায় ৪৪ পৃঃ ৫৭০ সনে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। যিহিক্সেল এবং দানিয়েলকে নির্বাসিত নবী বলা হয়ে থাকে (The Holy Bible, edited by Rev. Sc.-1. Cofield & Peaks Commentary of the Bible)।

চাপ প্রয়োগ করবো না<sup>১১৩</sup>। অতএব সে গভীর অঙ্ককার হতে ডাকলো, ‘তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালেমদের একজন।’★

৮৯। <sup>٣</sup>সুতরাং আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।

৯০। <sup>٤</sup>আর (শ্বরণ কর) যাকারিয়াকেও, সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডাকলো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে একা ছেড়ে না। আর তুমই উত্তরাধিকারীদের মাঝে সর্বোত্তম।’

৯১। অতএব আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে ইয়াহুইয়া দান করলাম। আর আমরা তার স্ত্রীকে তার নিমিত্তে সুস্থ করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মে অগ্রবর্তী হয়ে অংশ নিত, <sup>৫</sup>আশা ও ভয়ের সাথে আমাদের ডাকতো এবং আমাদের সামনে বিনয়ের সাথে অবনত হতো।

★৯২। <sup>৬</sup>আর (শ্বরণ কর) তাকেও, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। সুতরাং আমরা তার মাঝে আমাদের বাণী ফুঁকে দিলাম<sup>১১৪</sup>। আর আমরা তাকে ও তার পুত্রকে মানব জাতির জন্য এক নির্দর্শন করে দিলাম।

৯৩। <sup>৭</sup>নিশ্চয় তোমাদের এই উন্নত একই উন্নত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক<sup>১১৫</sup>। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।

দেখুন ৪ ক. ৩৭৪১৪৪ খ. ৬৮৪৫০-৫১ গ. ৩১৩৯; ১৯৩০-৭ ঘ. ৩২৪১৭ ঙ. ৬৬৪১৩ চ. ২৩৪৫৩।

১১১৩। আয়াতে ইউনুস (আঃ) এর ক্রোধের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আসলে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তিনি রাগাভিত হননি এবং রাগ করতেও পারেন না। অবশ্যই তাঁর জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় তাঁর জাতির একঙ্গয়েমী তাকে ক্রেধাভিত করেছিল। কারণ আল্লাহর সঙ্গে একজন নবীর ক্রোধাভিত হওয়া কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত নবী-রসূলগণ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করেন না, এমনকি কোন কথাও বলেন না (২১৪২৮)। ‘লাননাক্দিরা আলায়হে’ শব্দগুলোর অর্থ ‘আমরা তাকে কথনে সংকটে ফেলবো না’, তার জন্য আমরা কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ নির্ধারিত করবো না (লিসান, আকরাব)।

★[হযরত ইউনুস (আঃ) যখন দেখলেন শাস্তি সম্পর্কিত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি তখন তিনি রাগ করে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। কেননা কান্নাকাটির ফলে শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ তাআলা যে সরিয়ে দেন একথা তাঁর জানা ছিল না। সমুদ্রে তাঁকে মাছ প্রথমে গিলে ফেললো এবং পরে জীবিতই উগলে দিল। এ অঙ্ককারে তাঁর হৃদয় থেকে এ দোয়া বেরিয়েছিল, ‘হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয় আমি ছিলাম যালেমদের একজন।’ [(হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১১১৪। এই আয়াত মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ খভন করেছে যা ইহুদীরা মরিয়মের বিরুদ্ধে আরোপ করেছিল। এটা যেকোন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য। ৬৬৪১৩ আয়াতে এক বিশেষ শ্রেণীর নিরপেক্ষ বিশ্বাসীকে মরিয়মের অনুকূপ বলে তুলনা করা টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১১৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَن لَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْهِ تَنَادَى فِي  
الظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
سُبْحَانَكَ تَعَالَى كُثُرٌ مِّنَ الظَّلَمِينَ<sup>১</sup>

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ  
كَذِيلَكَ نُشِّحِي الْمُؤْمِنِينَ<sup>১</sup>

وَزَكَرْيَّا رَبِّنَا دَعَاهُ رَبِّهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي  
قَرِئَةً وَآتَنَا تَحْيِي الْوَرَثَيْنَ<sup>১</sup>

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبَنَا لَهُ يَخْيَى  
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ دَإِتْهُمْ كَانُوا  
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْهَعُونَ  
رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَكَانُوا النَّاكِحِينَ<sup>১</sup>

وَالَّتِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَفَخَّسَتْ  
فِيهَا مِنْ رُؤْجَنَا وَجَعَلْنَاهَا وَ  
ابْنَهَا أَيَّةً لِلْخَلَمِينَ<sup>১</sup>

إِنَّ هُنَّةً أَمَّتْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُنِ<sup>১</sup>

৬ ৯৪। কার (পরবর্তীতে) তারা (অর্থাৎ নবীদের [১৮] বিরুদ্ধবাদীরা) নিজেদের (ধর্মের) বিষয় টুকরো টুকরো করে ৬ ফেললো<sup>১৯১৬</sup>, অথচ সবাই আমাদের দিকে ফিরে আসবে।

★ ৯৫। খ'তএব যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিনও হয়, তার  
প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না। আর নিশ্চয় আমরা তা  
লিখে রাখবো।

৯৬। গ়ার আমরা যে জনপদকে (একবার) ধ্বংস করে দিয়েছি এর জন্য এটা নিশ্চিত যে তারা আর ফিরে আসবেন।

৯৭। অবশেষে ষ্টাইয়াজুজ ও মাজুজকে<sup>১৯১৮</sup> যখন ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক ডঁচ জায়গা থেকে (ও সাগরের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে) ছুটে চলে আসবে<sup>১৯১৯</sup>★

৯৮। এবং (আল্লাহর) অটল প্রতিশ্রুতি যখন এসে যাবে<sup>১৯২০</sup>  
তখন ৩ অস্ত্রিকারকারীদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে<sup>১৯২০-ক</sup>  
(এবং তারা বলবে) ‘হায আমাদের দুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে  
অবশ্যই আমরা উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা তো যালেম  
ছিলাম।’

দেখুন ক. ২৩৪৫৪ খ. ৪৪১২৫; ১০৪১০; ১৬৪১৮; ২০৪১১৩ গ. ২৩৪১০০, ১০১; ৩৬৪৩২ ঘ. ১৮৪৯৫ শ. ১৪৪৪৩।

হয়েছে। ইইন্স সাধু বিশ্বাসীদের প্রত্যেককেই 'মরিয়ম' বলা যায় এবং আল্লাহ্ তাআলা যখন এহেন লোকদের অন্তরে রুহ বা আদেশ (১৭:৩৬) ফঁকে দেন তখন সে 'মরিয়ম-পত্র' হয় অর্থাৎ সে ঈসা (আঃ) এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যায়।

১৯১৫। পূর্ববর্তী কিছু আয়াতে আল্লাহ'র কোন কোন নবী ও কোন কোন সৎ ব্যক্তির উল্লেখ একত্রে করা হয়েছে। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এই সকল নবীর একই স্থানে যুগপৎ উল্লেখ বিশেষ উদ্দেশ্য-সম্বলিত। তাদের সকলের মধ্যেই একটি মিল আছে। তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে দুঃখ-কষ্ট ও চরম দুর্দশা ভোগ করেছিলেন এবং কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যেও উচ্চতর ও মহত্ম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারা সকল ধর্মের একই মূলনীতি-আল্লাহ'র তোহিদের (একত্ববাদ) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯১৬। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহর এক শ্রেণীর ন্যায়পরায়ণ বান্দার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে অন্য এক প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর প্রেরিত নবীগণকে প্রত্যাখান করে, ফলে তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের শিকারে পরিণত হয় এবং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এবং মতবাদ আঁকড়ে ধরে।

১৯১৭। এটা এক অলংকনীয় ত্রিশী-বিধান যে মৃতদেরকে কখনো এই পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় না। ইহলোক থেকে যারা চলে যায় তারা চিরকালের জন্মই চলে যায় (২৩৪১০০, ১০১)।

১৯১৮ | ১৭১৮ টীকা দৃষ্টব্য |

୧୯୧୯ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେର ସঙ୍ଗେ ସଂୟୁକ୍ତ କରେ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟାତେର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଟାଇ ମନେ ହୟ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏମନଭାବେ କାଜ କରେ ଯେ କୋନ ଜୀତିର ଗୌରବମୟ ଜୀକଜମକେର ତୁଳ୍ବ ଅବସ୍ଥାର ପରେ ଏକବାର ଯଥନ ତା ମୃତ ଏବଂ ଧର୍ମସେର ଶିକାରେ ପରିଣତ ହୟ ତଥନ ତା ଲୁଣ-ଗୌରବ କଥନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରତେ ପାରେ ନା । ଏମନକି ଇହା'ଜୁଜ-ମା'ଜୁଜ ତାଦେର ପାର୍ଥିବ ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସନ୍ତୋଷ ଏକଇ ନିୟମେର ଶିକାର ହବେ । ତାଦେର ପତନ ହବେ ଏବଂ କଥନେ ତାରା ମେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁନରାୟ ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେ ନା । ଇହା'ଜୁଜ ଓ ମା'ଜୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମୀ ଖଟ୍ଟିନ ଜାତିଗୁଲୋ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଇତୋପ୍ରେର୍ହୀ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଠିଛେ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀତେ ଛଡିଯେ ପଡ଼େଛେ । କୁରାନୀର ଉତ୍ସିର ମର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନକୁଳ ଅବସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରବେ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଜଗତେର ଉପର କରତ୍ତୁ କରବେ ।

★[৯৬ ও ৯৭ আয়তে উল্লেখিত ‘কারিয়া’ (জনপদ) অর্থ জনপদবাসী বুঝায়। কোন জাতিকে যখন ধ্বনি করে দেয়া হয় তারা এ পৃথিবীতে ফিরে আসে না। ‘হাতা’ এর অর্থ এ নয়, ইয়া’জুজ ও মা’জুজের যুগে মৃত জাতিগুলো ফিরে আসবে বরং ‘হাতা’ এর অর্থ হলো, ইয়া’জুজ ও মা’জুজের যুগেও মৃতদের কথনে ফিরে আসার সামর্থ্য হবে না। অতএব বাহ্যিকভাবে এসব শোক এ ধরনের কারসাজিদ দেখায় যেন তারা মৃতকে জীবিত করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত মৃতদের তারা কথনে জীবিত করতে পারবে না (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ  
রাবে’ (রাঃ): কত্তুক উদ্বৃতে অনন্দিত কুরআন করিমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

## **୧୯୨୦ ଓ ୧୯୨୦-କ ଟିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ**

وَ تَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ  
رَأْيٍ ارْجَعُونَ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارَانَ لِسَغِيْهِ وَإِنَّا  
لَهُ كَاتِبُونَ ⑤

وَحَرَمَ عَلَى قَرِيْبٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ  
كَانُوا يَرْجُونَ جَهَنَّمَ ۝

حَتَّىٰ إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوْبُرْ وَمَا جُوْبُرْ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ (٤)

وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ  
شَاكِرَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لَوْيَنَّا قَذْكَنًا فِي غَفْلَةٍ وَمِنْ هَذَا  
بَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ ⑥

১৯। ‘নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা করতে (সবাই) জাহানামের জালানী হবে। ক্ষেত্রে তোমরা এতে প্রবেশ করবে।’

১০০। এরা যদি প্রকৃত উপাস্য হতো তবে এরা কখনো এতে প্রবেশ করতো না। আর (এদের) সবাই এতে দীর্ঘকাল পড়ে থাকবে।

১০১। ক্ষেত্রে এদের জন্য রয়েছে চিৎকার ও আর্তনাদ। আর সেখানে এরা (কিছুই) শুনতে পাবে না।<sup>১৯২১</sup>

১০২। নিশ্চয় যাদের জন্য পূর্ব হতে আমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ অবধারিত করা হয়েছে এ (জাহানাম) থেকে তাদের দূরে রাখা হবে।

১০৩। তারা এর সামান্যতম<sup>১৯২২</sup> শব্দও শুনবে না। আর তাদের মন যেভাবে থাকতে চায় (সেই অবস্থায়) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১০৪। মহা আতঙ্ক তাদের অস্ত্রি করবে না এবং ফিরিশ্তারা তাদের সাথে (এই বলে) সাক্ষাৎ করতে থাকবে, ‘এটা তোমাদের সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।’

১০৫। (শ্বরণ কর) ‘যেদিন আমরা আকাশ<sup>১৯২৩</sup> গুটিয়ে ফেলবো যেরূপে খাতাপত্র লেখা গুটিয়ে নেয়।’ আমরা যেভাবে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম (সেভাবে) এর পুনরাবৃত্তি করবো।<sup>১৯২৪</sup> এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা (পূর্ণ করা) আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। আমরা অবশ্যই এটা করেই ছাড়বো।

দেখুন : ক. ১৯৪৭২ খ. ১১৪১০; ২৫৪১৪; ৬৭৪৮ গ. ১৯৪৭৩ ঘ. ৪১৪৩২ ঙ. ৪১৪৩১ চ. ৩৯৪৬৮ ছ. ২০৪৫৬; ২৯৪২০; ৩০৪১২।

১৯২০। ইয়া’জুজ ও মা’জুজের স্বৈরের ফলে পৃথিবীতে সর্বনাশ ঘটনাসমূহের উন্নত হবে এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় হবে (৬১:১০)। ইয়া’জুজ ও মা’জুজ প্রদর্শিত মিথ্যা এবং জড়বাদের শক্তি পরাবৃত্ত হবে।

১৯২০-ক। ইয়া’জুজ ও মা’জুজ সম্পর্ণ ধর্মসের পর ইসলাম ধর্ম যখন তার পূর্ব-মর্যাদা ও গৌরব পুনরাধিকার করবে তখন যারা ইসলামের পুনরুদ্ধারের সকল আশা হারিয়ে বসেছিল তারা নিজেদের চক্ষুকে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

১৯২১। তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়ার মত কিছুই তারা শুনবে না, অথবা জাহানামের এত বেশি ক্রন্দনরোল ও তীব্র চিৎকার ও বিলাপ উঠবে যে তার বাসিন্দারা পরম্পরের আওয়াজও শুনতে পাবে না।

১৯২২। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত প্রতিপন্ন করে, আল্লাহর সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বান্দাদেরকে জাহানাম থেকে অনেক দূরে রাখা হবে, এমনকি তার ক্ষীণতম আওয়াজও তাদের কানে যাবে না, তাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা (যা ১৯৪৭২ আয়াত থেকে সাধারণত ভুল বুঝা হয়ে থাকে)।

১৯২৩। ‘আমরা আকাশ গুটিয়ে ফেলবো যেরূপে বই-খাতা লেখা গুটিয়ে নেয়’ উক্তির মর্ম এও হতে পারে, বিশাল সাম্রাজ্যসমূহকে বেঁচিয়ে দ্রু করা হবে, শক্তিশালী জতিগুলো ধর্মস্পাণ্ড হবে এবং তাদের স্থলে অন্যান্য জাতি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। অথবা এরূপ অর্থও হতে পারে, বিশ্ব-নবী আঁ-হয়রত (সা:৮) এর মাধ্যমে এক মহান রূপান্তর ঘটবে এবং পুরাতন আকাশ গুটানো হবে। পুরাতন নিয়ম লোপ পাবে এবং পরিবর্তে শ্রেষ্ঠতর এক নতুন নিয়ম জন্য লাভ করবে। পৃথিবী কোন জাতির জীবনে এরূপ পরিবর্তন কখনো দেখেনি যেমনটি দেখেছিল নবী করীম (সা:৮) এর বুগে।

১৯২৪ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ  
حَصَبُ جَهَنَّمَ هُنَّ أَنْتُمْ لَهَا  
وَأَرِدُونَ<sup>১৯</sup>

لَوْكَانَ حَوْلَهُ إِلَهٌ مَا وَرَدَهُ  
وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ<sup>২০</sup>

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهَا<sup>২১</sup>  
يَسْمَعُونَ<sup>২২</sup>

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتَ لَهُمْ  
الْحُسْنَى، أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ<sup>২৩</sup>

لَا يَسْمَعُونَ حَسِينَهَا، وَهُمْ فِي مَا  
ا شَهَدُوا<sup>২৪</sup> أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ<sup>২৫</sup>

لَا يَخْرُنُهُمُ الْفَزَعُ إِلَّا كَبَرُ  
شَتَّلَقُهُمُ الْمَلِئَةُ، هَذَا يَوْمُ مُكْمَلٍ  
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ<sup>২৬</sup>

يَوْمَ نَطِقَ السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِيلِ  
لِلْكُتُبِ، كَمَا بَدَأْنَا آدَلَ خَلِقٌ تُعِيدُهُ،  
وَغَدَّ أَعْلَيْنَا<sup>২৭</sup> إِنَّا كُنَّا فِي لِيَنِ<sup>২৮</sup>

★ ১০৬। আর নিশ্চয় আমরা দাউদের প্রার্থনা সঙ্গীতে উপদেশবাণীর পর লিখে দিয়েছি, আমার পুণ্যবান বান্দারা প্রতিশ্রূত দেশের উত্তরাধিকারী হবে’<sup>১৯২৫</sup>।

★ ১০৭। নিশ্চয় এতে ইবাদতকারীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে।

১০৮। <sup>ক.</sup>আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠ্য়েছি<sup>১৯২৬</sup>।

১০৯। <sup>ক.</sup>তুমি বল, ‘আমার প্রতি নিশ্চয় এই ওহী করা হয়, তোমাদের উপাস্য একজনই উপাস্য। অতএব তোমরা কি আস্তসমর্পণকারী হবে?’

১১০। অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তুমি বল, ‘আমি তোমাদের সবাইকে সমভাবে সতর্ক করে দিয়েছি। আর <sup>গ.</sup>যার প্রতিশ্রূতি তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কি নিকটে না দূরে<sup>১৯২৭</sup> (তা) আমি জানি না।

১১১। <sup>ঝ.</sup>নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথা জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন।

দেখুন : ক. ৩৪১২৯; ৭১৫৯ খ. ৮১১১; ৪১৪৭ গ. ৭২৪২৬ ঘ. ২৪৩৪; ২০৪৮; ৮৭৪৮।

১৯২৪। ‘সেভাবে এর পুনরাবৃত্তি করবো,’ বাক্যাংশের মর্ম হলো, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে পাশ্চাত্যের অধার্মিক যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানগণের জীবনে বিপত্তি ডেকে আনবে। কিন্তু এই অবনতি ক্ষণস্থায়ী হবে এবং ইসলাম এক নবজাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং পুনর্বার বিজয়ীরূপে উঠিত হবে।

১৯২৫। ‘প্রতিশ্রূত দেশের’ দ্বারা প্যালেষ্টাইন বুঝায়। খৃষ্টান লেখকরাও প্রার্থনা-সঙ্গীতে এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘প্রতিশ্রূত দেশের উত্তরাধিকারী’ অর্থে কেনানের উত্তরাধিকারী হওয়া। ‘দাউদের কিতাব’ শব্দের সূত্র বাইবেলের অন্তর্গত ‘গীত সংহিতা’ ৩৭৪৯, ১১, ২২ এবং ২৯ শ্লোক বা প্রার্থনা সঙ্গীতের প্রতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয় খ্লীফা হ্যরত উমর (রাঃ) এর সময়ে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর এই প্যালেষ্টাইন খৃষ্টানদের অধিকারে ছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তফসীরাধীন আয়াতে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর প্রতিও ইশারা রয়েছে। ১৯২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময় বাদে প্যালেষ্টাইন প্রায় ১৩৫০ বৎসর মুসলিম অধিকারে ছিল। তারপর ক্রসেডের যুদ্ধের সময় তা হাত বদল হয়েছিল। আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক খৃষ্টান-শক্তিশালোর অসাধু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্যালেষ্টাইন নামীয় দেশটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত এবং এর ধ্বংসাবশেষের উপরে গঠিত হয়েছে ইসরাইল রাষ্ট্র। বিচ্ছিন্ন ইহুদী জাতি ২০০০ (দুহাজার) বৎসর লক্ষ্যহীনভাবে বনে জংস্লে ঘুরে আবার তাদের স্থস্থানে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই জুলাত ঐতিহাসিক ঘটনাটিও ঘটেছে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পূর্ণ করতে (১৭১০৫)। যাহোক ওটা এক স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়। এর পূর্ণ বিজয় মুসলিম জাতির জন্য নির্ধারিত আছে। একদিন না একদিন-বিলক্ষে নয় বরং শীত্বাই প্যালেষ্টাইন মুসলিমদের পুনর্দখলে আসবে। এটা এক্ষী ভবিষ্যদ্বাণী। এই এক্ষী ভবিষ্যদ্বাণীকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

১৯২৬। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমতরূপ। কেননা তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। কারণ পূর্বে কখনো তাঁদের উপর আল্লাহ তাআলার রহমত এরপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয়নি।

১৯২৭। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রূতি পূরণে দিনে-ক্ষণে সীমাবদ্ধ বা বাধ্য নন। তিনিই ভাল জানেন কখন কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُّورِ مِنْ بَعْدِ  
الذِّكْرِ آنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي  
الصَّلِحُونَ<sup>(১)</sup>

إِنَّ فِي هَذِهِ الْأَلْفَالِ قَوْمٌ غَيْرُ مُنْتَهٍ<sup>(২)</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِرَحْمَةٍ لِلْعَلَمِينَ<sup>(৩)</sup>  
قُلْ إِنَّمَا يُؤْخَى إِلَيَّ أَنَّمَا رَأَهُمْ أَهْلُ  
وَآيَدْجَهْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُشْلِمُونَ<sup>(৪)</sup>

فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ أَذْكُرْ كُفْرَ عَلَى سَوَاءٍ  
وَإِنْ آذْرِيَ آقْرِيْبَ آمْ بَعِيشَهْ مَا  
تُؤْعَدُونَ<sup>(৫)</sup>

رَانَهْ يَغْلِمُ الْجَهَرَ مِنَ القَوْلِ وَيَغْلِمُ  
مَا يَكْتُمُونَ<sup>(৬)</sup>

১১২। আর আমি জানি না, তা (অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত বিষয়) হয়তো তোমাদের জন্য হবে এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সাময়িক সুখভোগ।'

১১৩। ক্ষে (অর্থাৎ এ রসূল) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা কর' ১৯২৮। তোমরা [১৯] যা বল এর বিরুদ্ধে যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তিনিই ৭ হলেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক রহমান (আল্লাহ)।

দেখুন : ক. ৭৯১০।

১৯২৮। শেষ যুগে পৃথিবীতে ইয়া'জুজ ও মা'জুজের আকারে যে শয়তানী শক্তিশালীকে অবাধে ছেড়ে দেয়া অবধারিত ছিল তার বিরুদ্ধে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করার জন্য আঁ হযরত (সাঃ)কে ঐ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে। বাইবেল থেকে এটা স্পষ্ট, ইয়া'জুজ ও মা'জুজের সময়ে কেবলমাত্র জাগতিক ও বাহ্যিক শক্তিই ইসলামের বিপদের কারণ হবে না, বরং অন্যান্য অনেক বিষয়েরও উভব হবে যা এর জন্য অধিকতর বিপদের উপকরণ সৃষ্টির কারণ হবে। আয়াতের দ্বারা নবী করীম (সাঃ)কে দোয়া করার জন্য আদেশ দেয়ার অর্থ এও হতে পারে, ইহুদীদের প্যালেস্টাইন দখলের স্থিতিকাল যাতে স্বল্পতম হয় এবং যাতে এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ মুসলমানরা তা ফিরে পায়।

وَإِنْ آذِنِي لَعَلَّهُ فَشَأْتُ لَكُمْ وَ  
مَتَاعًا إِلَى حِلْنٍ ⑩

قَلَ رَبِّي أَخْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا  
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا  
تَصْفُونَ ⑪